ইঞ্জিল শরিফ

কালিমাতুল্লাহ

(বাংলা অনুবাদ)

গ্রীণ পাবলিকেশনস

ইঞ্জিশ শরিফ
কালিমাতুল্লাহ
(বাংলা অনুবাদ)

প্রথম প্রকাশ : মে ২০১২
দ্বিতীয় সংস্করণ : জুলাই ২০২৪

প্রকাশক : গ্রীণ পাবলিকেশনস
গাউছুল আজম সুপার মার্কেট
নীলক্ষেত, ঢাকা। মোবাইল ০১৭১৩-৪৫৯০৭৪

বর্ণবিন্যাস : টিপিডি
বনবীথি, মৌলভীবাজার।

মুদ্রণ : ব্ল্যাকব্যারী প্রিন্টার্স
মিরপুর ১, ঢাকা।

স্বত্ব : গ্রীণ পাবলিকেশনস

মূল্য : ৩০০ টাকা; ইউএস ডলার ১০

আইএসবিএন : ৯৭৮-৯৮৪-৩৩-৫৩০১-৬

Ingil Sharif : Five chapter of Ingil Sharif, (ইঞ্জিল শরিফ : ইঞ্জিল শরিফের পাঁচটি সূরা), Published by Green Publications, Nilkhet, Dhaka, secound edition July 2024, Mobile 01713459074,

Price Tk. 300

(বিতরণ সীমিত)

কালিমাতুল্লাহ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ১

১-৫শুরু থেকেই আল্লাহ আছেন। আল্লাহর কালাম তাঁর নিজের মধ্যেই ছিলো, এই কালামই হলো আল্লাহর কথা। আল্লাহ্ তাঁর কথা দ্বারাই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। তাঁর মুখের কথা ছাড়া কিছুই সৃষ্টি হয়নি। আল্লাহর কালাম জীবন্ত এবং তা মানুষের জন্য আলো। আর এই কালাম অন্ধকারে আলো দিচ্ছে আর অন্ধকার তা গ্রহন করেনি।

৬আল্লাহ একজন মানুষকে পাঠালেন, তাঁর নাম ছিলো হযরত ইয়াহিয়া আ.। ৭তিনি আলোর বিষয়ে সাক্ষী হিসেবে সাক্ষ্য দিতে এসেছিলেন, যেনো সকলে তার দ্বারা ইমান আনতে পারে। ৮তিনি নিজে সেই আলো ছিলেন না কিন্তু তিনি সেই আলোর বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে এসেছিলেন। ৯প্রত্যেকের ওপর আলো দানকারী সেই সত্য কালাম দুনিয়াতে আসছিলো।

১০কালাম দুনিয়াতে ছিলো এবং দুনিয়া তাঁর দ্বারাই হয়েছিলো, তবুও দুনিয়া তাঁকে বুঝলো না। ১১যা-কিছু তার নিজের, তিনি তার মধ্যেই এলেন কিন্তু তারা তাঁকে গ্রহণ করলো না। ১২তবে যতোজন তাঁকে গ্রহণ করলো, যারা তাঁর নামের ওপরে ইমান আনলো, তিনি তাদের আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত হওয়ার অধিকার দিলেন। ১৩এই অধিকার রক্ত থেকে হয়নি, শারীরিক কামনা বা পুরুষের বাসনা থেকেও হয়নি কিন্তু আল্লাহ্ থেকেই হয়েছে।

১৪কালাম মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করে আমাদের মধ্যে বাস করলেন এবং আমরা তাঁর মহিমা দেখেছি; কোনো পিতার একমাত্র ছেলের মহিমার মতো, যা রহমতে ও সত্যে পরিপূর্ণ।

১৫হযরত ইয়াহিয়া আ. তাঁর বিষয়ে জোর গলায় সাক্ষ্য দিয়ে বললেন, "ইনিই তিনি, যাঁর বিষয়ে আমি বলেছিলাম, 'যিনি আমার পরে আসছেন, তিনি আমার চেয়ে মহান, কারণ তিনি আমার আগে থেকেই ছিলেন।'"

১৬আমরা সবাই তাঁর পূর্ণতা থেকে রহমতের ওপরে রহমত পেয়েছি। ১৭নিশ্চয়ই হযরত মুসা আ.র মধ্য দিয়ে শরিয়ত দেয়া হয়েছিলো কিন্তু হযরত ইসা মসিহের মধ্য দিয়ে রহমত ও সত্য এসেছে।

১৮আল্লাহকে কেউ কখনো দেখেনি। তাঁর একমাত্র একান্ত প্রিয় মনোনীতজন, যিনি প্রতিপালকের বুকে ছিলেন, তিনিই তাঁকে প্রকাশ করেছেন।

১৯যখন জেরুসালেম থেকে ইহুদিরা তাদের ইমামদের ও লেবীয়দের হযরত ইয়াহিয়া আ.র কাছে জানতে পাঠালো, তখন হযরত ইয়াহিয়া আ. তাদের কাছে এই সাক্ষ্যই দিলেন। তারা জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কে?" ২০তিনি স্বীকার করলেন এবং অস্বীকার করলেন না; বরং স্বীকার করলেন যে, "আমি মসিহ নই।" ২১তারা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তবে কে? আপনি কি হযরত ইলিয়াস আ.?" তিনি বললেন, "না, আমি নই।" "আপনি কি সেই নবি?" জবাবে তিনি বললেন, "না।"

২২তখন তারা তাকে বললেন, "তাহলে আপনি কে? যারা আমাদের পাঠিয়েছে, ফিরে গিয়ে তাদের তো জবাব দিতে
হবে। আপনার নিজের সম্বন্ধে আপনি কী বলেন?" ২৩তিনি বললেন, হযরত ইসাইয়া নবি যেমন বলেছেন, "আমি
একজনের কণ্ঠস্বর, যিনি মরুপ্রান্তরে চিৎকার করে জানাচ্ছেন, "তোমরা মালিকের পথ সোজা করো।"

২৪যাদেরকে ফরিসিদের কাছ থেকে পাঠানো হয়েছিলো, ২৫তারা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "যদি আপনি মসিহও নন,
ইলিয়াসও নন, কিংবা সেই নবিও নন, তাহলে কেনো বায়াত দিচ্ছেন?"

২৬হযরত ইয়াহিয়া আ. জবাবে তাদের বললেন, "আমি পানিতে বায়াত দিচ্ছি। আপনাদের মধ্যে একজন আছেন,
যাঁকে আপনারা চেনেন না; ২৭উনিই তিনি, যিনি আমার পরে আসছেন। আমি তাঁর জুতোর ফিতা খোলার যোগ্যও নই।"
২৮জর্দান নদীর ওপারে, বেথানিয়ায়, যেখানে হযরত ইয়াহিয়া আ. তরিকা দিচ্ছিলেন, সেখানে এসব ঘটেছিলো।

২৯পরদিন তিনি হযরত ইসা আ.কে তার নিজের দিকে আসতে দেখে বলেন, "ওই দেখো, আল্লাহর মেষশিশু, যিনি
দুনিয়ার গুনাহ দূর করেন। ৩০ইনিই তিনি, যাঁর বিষয়ে আমি বলেছিলাম– 'আমার পরে একজন আসছেন, যিনি আমার
চেয়ে মহান, কারণ তিনি আমার আগে থেকেই আছেন।' ৩১আমি নিজে তাঁকে চিনতাম না কিন্তু তিনি যেনো বনি-
ইস্রাইলের কাছে প্রকাশিত হন, সেজন্য আমি এসে পানিতে বায়াত দিচ্ছি।"

৩২হযরত ইয়াহিয়া আ. এই সাক্ষ্য দিলেন, "আমি আল্লাহর রুহকে কবুতরের মতো হয়ে আসমান থেকে নেমে আসতে
এবং তাঁর ওপরে বসে থাকতে দেখেছি। ৩৩আমি নিজে তাঁকে চিনতাম না কিন্তু যিনি আমাকে পানিতে বায়াত দিতে
পাঠিয়েছেন, তিনিই আমাকে বলে দিয়েছেন, 'যাঁর ওপরে আমার রুহকে নেমে এসে থাকতে দেখবে, তিনিই সেই, যিনি
আমার রুহে বায়াত দেবেন।' ৩৪এবং আমি নিজে তা দেখেছি এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ইনিই আল্লাহর একান্ত প্রিয়
মনোনীতজন।"

৩৫পরদিন হযরত ইয়াহিয়া আ. ও তার দু'জন সাহাবি আবার সেখানে ছিলেন। ৩৬হযরত ইসা আ.কে হেঁটে যেতে
দেখে তিনি বললেন, "ওই দেখো, আল্লাহর মেষশিশু।" ৩৭সেই সাহাবি দু'জন তার একথা শুনলেন এবং ইসার পেছনে
পেছনে যেতে লাগলেন। ৩৮হযরত ইসা আ. পেছন ফিরে তাদের আসতে দেখে বললেন, "তোমরা কীসের খোঁজ
করছো?" তারা তাঁকে বললেন, "হুজুর, আপনি কোথায় থাকেন?" ৩৯তিনি তাদের বললেন, "এসো এবং দেখো।" তারা
এলেন ও দেখলেন তিনি কোথায় থাকেন এবং সেই দিন তারা তাঁর সাথেই রইলেন। তখন বিকেল প্রায় চারটে।

৪০হযরত ইয়াহিয়া আ.র কথা শুনে যে-দু'জন তাঁর পেছনে পেছনে গিয়েছিলেন, তাদের একজন সাফওয়ান পিতরের
ভাই আন্দ্রিয়ান। ৪১তিনি প্রথমে তার ভাই সাফওয়ানকে খুঁজে বের করলেন এবং বললেন, "আমরা মসিহের দেখা
পেয়েছি।" ৪২তিনি সাফওয়ানকে হযরত ইসা আ.র কাছে আনলেন, আর তখন হযরত ইসা আ. তার দিকে তাকিয়ে
বললেন, "তুমি সাফওয়ান ইবনে ইউহোন্না কিন্তু তোমাকে কৈফা অর্থাৎ পিতর বলে ডাকা হবে।"

৪৩পরদিন হযরত ইসা আ. গালিলে যাবেন বলে ঠিক করলেন। তিনি ফিলিপকে পেয়ে বললেন, "এসো, আমার
অনুসারী হও।" ৪৪ফিলিপ ছিলেন বেতসাইদার লোক। আন্দ্রিয়ান এবং পিতরও ওই একই গ্রামের লোক ছিলেন।
৪৫ফিলিপ নথনেলকে খুঁজে বের করে বললেন, তওরাতে হযরত মুসা আ. যাঁর কথা বলে গেছেন এবং যাঁর বিষয়ে নবিরাও
লিখেছেন, আমরা তাঁর দেখা পেয়েছি; তিনি নাসরতের ইসা।"

৪৬নথনেল ফিলিপকে বললেন, "নাসরত থেকে কি ভালো কোনোকিছু আসতে পারে?" ফিলিপ তাকে বললেন, "এসে
দেখো।"

৪৭হযরত ইসা আ. নথনেলকে নিজের দিকে আসতে দেখে তার বিষয়ে বললেন, "ওই দেখো, একজন সত্যিকারের ইস্রাইলীয়, যার মনে কোনো ছলনা নেই।" ৪৮নথলেন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কেমন করে আমাকে চিনলেন?" ইসা উত্তরে বললেন, "ফিলিপ তোমাকে ডাকার আগে ডুমুরগাছের নিচে তোমাকে দেখেছিলাম।" ৪৯নথনেল বললেন, "হুজুর, আপনিই আল্লাহর একান্ত প্রিয় মনোনীতজন! আপনিই বনি-ইস্রাইলের বাদশা!"

৫০উত্তরে হযরত ইসা আ. বললেন, "'তোমাকে ডুমুরগাছের নিচে দেখেছিলাম', বলায় কি তুমি ইমান আনলে? এর চেয়ে আরো মহৎ ব্যাপার তুমি দেখতে পাবে।" ৫১এবং তিনি তাকে বললেন, "আমি তোমাকে সত্যি সত্যিই বলছি, তুমি বেহেস্ত খোলা দেখবে এবং আল্লাহর ফেরেস্তাদের ইবনুল-ইনসানের ওপরে নামতে এবং উঠতে দেখবে।"

রুকু ২

১তৃতীয় দিনে গালিলের কান্না গ্রামে একটি বিয়ের অনুষ্ঠান ছিলো এবং হযরত ইসা আ.র মা সেখানে ছিলেন। ২হযরত ইসা আ. এবং তাঁর সাহাবিদেরও বিয়েতে দাওয়াত করা হয়েছিলো। ৩আঙুররস শেষ হয়ে গেলে হযরত ইসা আ.র মা তাঁকে বললেন, "তাদের আঙুররস শেষ হয়ে গেছে।" ৪এবং হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "মা, এই বিষয়ে তোমার বা আমার কী? আমার সময় এখনো আসেনি।" ৫তাঁর মা কর্মচারীদের বললেন, "সে তোমাদের যা বলে তা করো।"

৬সেখানে ইহুদিদের রীতি অনুসারে পাকসাফ হওয়ার জন্য পাথরের তৈরি ছ'টা পানির মটকা ছিলো। প্রত্যেকটিতে বিশ থেকে তিরিশ গ্যালন পানি ধরতো। ৭হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "মটকাগুলো পানি দিয়ে ভর্তি করো।" এবং তারা তা কানায় কানায় ভর্তি করলো। ৮তিনি তাদের বললেন, "এখান থেকে কিছু নাও এবং ভোজের প্রধান কর্তার কাছে নিয়ে যাও।" তারা তা-ই করলো।

৯ভোজের কর্তা যখন আঙুররসে পরিণত হওয়া ওই পানির স্বাদ নিয়ে দেখলেন, তখন তিনি বরকে ডাকলেন– তিনি জানতেন না যে, তা কোথা থেকে এসেছে। যদিও যে-কর্মচারীরা পানি তুলেছিলো, তারা তা জানতো– ১০এবং তাকে বললেন, "সবাই ভালো আঙুররস প্রথমে দেয় এবং মেহমানরা যথেষ্ট পান করার পর কিছু খারাপটা দেয়। কিন্তু তুমি এখনো ভালো আঙুররস রেখে দিয়েছো।"

১১হযরত ইসা আ. গালিলের কান্না গ্রামে চিহ্ন হিসেবে প্রথম মোজেজা দেখিয়ে তাঁর মহিমা প্রকাশ করলেন এবং তাঁর সাহাবিরা তাঁর ওপর ইমান আনলেন। ১২অতঃপর তিনি ও তাঁর মা, ভাইয়েরা ও তাঁর সাহাবিরা কফরনাহুমে গেলেন এবং সেখানে কিছুদিন থাকলেন।

১৩ইহুদিদের ইদুল-ফেসাখ কাছে এসে পড়ায় হযরত ইসা আ. জেরুসালেমে গেলেন। ১৪তিনি দেখলেন, লোকেরা বায়তুল-মোকাদ্দসে গরু, ভেড়া ও কবুতর বিক্রি করছে এবং টাকা বদলকারীরা তাদের টেবিলে বসে আছে। ১৫তিনি রশি দিয়ে একটি চাবুক তৈরি করে গরু ও ভেড়াসহ তাদের সবাইকে বায়তুল-মোকাদ্দস থেকে তাড়িয়ে দিলেন। টাকা বদলকারীদের টাকা-পয়সা ছড়িয়ে ফেললেন এবং তাদের টেবিল উল্টে দিলেন।

১৬যারা কবুতর বিক্রি করছিলো, তাদের তিনি বললেন, "এসব জিনিস এখান থেকে নিয়ে যাও! আমার প্রতিপালকের ঘরকে বাজারে পরিণত করো না।" ১৭তাঁর সাহাবিদের স্মরণ হলো যে, পূর্বের কিতাবে একথা লেখা আছে, "তোমার ঘরের প্রতি আমার ভালোবাসা ও সংগ্রাম আমাকে গিলে ফেলবে।"

১৮তখন ইহুদিরা তাঁকে বললো, "তুমি যে এ-কাজ করছো, তার জন্য চিহ্ন হিসেবে আমাদের কী মোজেজা দেখাতে
পারো?" ১৯হযরত ইসা আ. তাদের উত্তর দিলেন, "এই বায়তুল-মোকাদ্দস ভেঙে ফেলো এবং আমি তিন দিনের মধ্যে
তা তুলবো।" ২০তখন ইহুদিরা বললো, "এই বায়তুল-মোকাদ্দস তৈরি করতে ছেচল্লিশ বছর লেগেছে, আর তুমি তা তিন
দিনের মধ্যে গড়ে তুলবে?"

২১কিন্তু তিনি তাঁর দেহ-ঘরের কথা বলছিলেন। ২২তাঁর মৃত থেকে জীবিত হয়ে ওঠার পর সাহাবিদের স্মরণ হলো
যে, তিনি একথা বলেছিলেন এবং তারা পূর্বের কিতাবের কথার এবং হযরত ইসা আ.র বলা কথার ওপর ইমান আনলেন।

২৩ইদুল-ফেসাখের সময় তিনি যখন জেরুসালেমে ছিলেন, তখন তিনি চিহ্ন হিসেবে যে-মোজেজা দেখিয়েছিলেন তা
দেখে অনেকে তাঁর নামের ওপর ইমান আনলো। ২৪কিন্তু হযরত ইসা আ. নিজেকে তাদের কাছে ছেড়ে দিলেন না, কারণ
তিনি ওই লোকদের জানতেন। ২৫কোনো মানুষের সাক্ষ্য তাঁর দরকার ছিলো না, কারণ তিনি তাদের প্রত্যেকের অন্তরের
কথা জানতেন।

রুকু ৩

১নিকদিম নামে একজন ফরিসি ছিলেন; তিনি ছিলেন ইহুদিদের একজন নেতা। ২তিনি রাতের বেলায় হযরত ইসা
আ.র কাছে এলেন এবং বললেন, "হুজুর, আমরা জানি যে, আপনি আল্লাহর কাছ থেকে আগত একজন শিক্ষক। কারণ
আপনি চিহ্ন হিসেবে যে-মোজেজা দেখাচ্ছেন, আল্লাহ সাথে না থাকলে কেউ তা করতে পারে না।"

৩হযরত ইসা আ. তাকে উত্তর দিলেন, "আমি তোমাকে সত্যি সত্যিই বলছি, ওপর থেকে জন্ম না হলে কেউই
আল্লাহর রাজ্য দেখতে পারে না।" ৪নিকদিম তাঁকে বললেন, "মানুষ বৃদ্ধ হলে পর কীভাবে আবার জন্ম নিতে পারে? সে
কি দ্বিতীয়বার মায়ের গর্ভে গিয়ে জন্ম নিতে পারে?" ৫হযরত ইসা আ. উত্তরে বললেন, "আমি তোমাকে সত্যি সত্যিই
বলছি, পানি ও রুহ থেকে জন্ম না নিলে কেউই আল্লাহর রাজ্যে ঢুকতে পারবে না। ৬যা মাংস থেকে জন্মে তা মাংস এবং
যা রুহ থেকে জন্মে তা রুহ।

৭আমি তোমাকে একথা বলায় আশ্চর্য হয়ো না যে, 'তোমাকে ওপর থেকে জন্ম নিতে হবে'। ৮বাতাস যেদিকে ইচ্ছে
সেদিকে যায় এবং তুমি তার শব্দ শুনতে পাও কিন্তু জানো না তা কোথা থেকে আসে এবং কোথায় যায়। তাই যারা রুহ
থেকে জন্ম নেয়, তাদেরও অমন হয়।"

৯নিকদিম তাঁকে বললেন, "এটি কীভাবে সম্ভব?" ১০হযরত ইসা আ. তাকে উত্তর দিলেন, "তুমি বনি-ইস্রাইলের
শিক্ষক হয়েও এসব বোঝো না? ১১আমি তোমাকে সত্যিই বলছি, আমরা যা জানি, তাই বলি এবং যা দেখেছি, সে-
বিষয়ে সাক্ষ্য দেই; তবুও তোমরা আমাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না। ১২আমি যদি তোমাকে দুনিয়ার বিষয়ে বলি আর তুমি
বিশ্বাস না করো,

১৩তাহলে আমি বেহেস্তের বিষয়ে বললে কীভাবে বিশ্বাস করবে? যিনি বেহেস্ত থেকে নেমে এসেছেন, সেই ইবনুল-ইনসান
ছাড়া কেউই বেহেস্তে যায়নি। ১৪এবং যেভাবে মরুপ্রান্তরে মুসা সাপকে ওপরে তুলেছিলেন, সেভাবে ইবনুল-ইনসানকেও
ওপরে তোলা হবে, ১৫যেনো যে তাঁর ওপর ইমান আনে, সে আল্লাহর সান্নিধ্য পায়।

১৬কারণ আল্লাহ দুনিয়াকে এতো মহব্বত করলেন যে, তাঁর একমাত্র একান্ত প্রিয় মনোনীতজনকে দিলেন, যেনো যারা তাঁর ওপর ইমান আনে, তারা ধ্বংস না হয় কিন্তু তাঁর সান্নিধ্য লাভ করে। ১৭নিশ্চয়ই দুনিয়াকে দোষী করার জন্য আল্লাহ তাঁর একান্ত প্রিয় মনোনীতজনকে পাঠাননি, বরং পাঠিয়েছেন যেনো তাঁর দ্বারা দুনিয়া নাজাত পায়। ১৮যারা তাঁর ওপর ইমান আনে তাদের দোষী করা হয় না কিন্তু যারা ইমান আনে না তারা দোষী হয়েই গেছে, কারণ তারা আল্লাহর একান্ত প্রিয় মনোনীতজনের নামে ইমান আনেনি।

১৯এটাই বিচার যে, দুনিয়াতে আলো এসেছে এবং মানুষ আলোর বদলে অন্ধকারকে ভালোবাসলো, কারণ তাদের কাজগুলো খারাপ। ২০যারা খারাপ কাজ করে, তারা আলো ঘৃণা করে এবং আলোর কাছে আসে না, যেনো তাদের কাজ প্রকাশ না পায়। ২১কিন্তু যারা যা সত্য তা করে, তারা আলোর কাছে আসে, যেনো পরিষ্কার দেখা যায় যে, তাদের কাজ আল্লাহর পছন্দের কাজ।"

২২অতঃপর হযরত ইসা আ. ও তাঁর সাহাবিরা ইহুদিয়ার গ্রামাঞ্চলে গেলেন। তিনি তাদের সাথে সেখানে কিছুদিন থাকলেন এবং তাদের বায়াত দিলেন। ২৩হযরত ইয়াহিয়া আ.ও সালিমের কাছে, ঐনোনে, বায়াত দিচ্ছিলেন, কারণ সেখানে বেশি পানি ছিলো। এবং লোকেরা আসতেই থাকলো ও বায়াত নিলো। ২৪হযরত ইয়াহিয়া আ.কে তখনো জেলে বন্দি করা হয়নি। ২৫সেখানে হযরত ইয়াহিয়া আ.র সাহাবি ও এক ইহুদির মধ্যে পাকসাফের বিষয়ে বাদানুবাদ দেখা দিলো। ২৬তারা হযরত ইয়াহিয়া আ.র কাছে এসে বললো, "হুজুর, জর্দানের ওপারে যিনি আপনার সাথে ছিলেন, যাঁর বিষয়ে আপনি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, তিনি এখানে বায়াত দিচ্ছেন এবং সবাই তাঁর কাছে যাচ্ছে।"

২৭হযরত ইয়াহিয়া আ. উত্তর দিলেন, "বেহেস্ত থেকে দেয়া না হলে কেউ কিছুই পেতে পারে না। ২৮তোমরা নিজেরাই আমার সাক্ষী যে, আমি বলেছি, 'আমি মসিহ নই কিন্তু আমাকে তাঁর আগে পাঠানো হয়েছে।' ২৯যার কনে আছে সেই তো বর। বরের বন্ধুরা বরের পক্ষে দাঁড়ায় ও তার কথা শোনে। বরের আওয়াজ পেলে তারা ভীষণভাবে আনন্দিত হয়। ৩০আর এই কারণেই আমার আনন্দ পূর্ণ হয়েছে। তাঁকে বেড়ে উঠতে হবে এবং আমাকে হ্রাস পেতে হবে।"

৩১যিনি ওপর থেকে আসেন তিনি সবার ওপরে। যে দুনিয়া থেকে আসে সে দুনিয়ার এবং দুনিয়াদারির বিষয়ে কথা বলে। যিনি বেহেস্ত থেকে আসেন তিনি সবার ওপরে। ৩২তিনি যা দেখেছেন ও শুনেছেন, সেই বিষয়েই সাক্ষ্য দেন, তবুও কেউ তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ করে না। ৩৩যে তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ করে, সে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহই সত্য। ৩৪আল্লাহ যাঁকে পাঠিয়েছেন তিনি আল্লাহর কালাম বলেন, কারণ রুহকে তিনি মেপে দেন না। ৩৫আল্লাহ তাঁর একান্ত প্রিয় মনোনীতজনকে মহব্বত করেন এবং তিনি সবকিছুই তাঁর হাতে দিয়েছেন। ৩৬যে কেউ একান্ত প্রিয় মনোনীতজনের ওপর ইমান আনে, সে আল্লাহর সান্নিধ্য পায়; যে কেউ একান্ত প্রিয় মনোনীতজনের অবাধ্য হয়, সে জীবন পাবে না কিন্তু অবশ্যই আল্লাহর লা'নতের মধ্যে পড়বে।"

রুকু ৪

১যখন হযরত ইসা আ. বুঝতে পারলেন যে, ফরিসিরা শুনতে পেয়েছেন, " হযরত ইসা আ. হযরত ইয়াহিয়া আ.র থেকে বেশি উম্মত বানাচ্ছেন ও বায়াত দিচ্ছেন"– ২যদিও হযরত ইসা আ. নিজে বায়াত দিতেন না কিন্তু তাঁর সাহাবিরা দিতেন– ৩তখন তিনি ইহুদিয়া ছেড়ে গালিলের দিকে ফিরে গেলেন। ৪অবশ্য তাঁকে সামেরিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হলো। ৫সুতরাং তিনি সামেরিয়ার সুখর নামক একটি শহরে এলেন। হযরত ইয়াকুব আ.র একখন্ড জমি এই শহরের পাশে

ছিলো, যা তিনি তার ছেলে হযরত ইউসুফ আ.কে দিয়েছিলেন। ৬সেখানে হযরত ইয়াকুবের কুয়ো ছিলো এবং যাবার
পথে ক্লান্ত হয়ে ইসা সেই কুয়োর পাশে বসলেন। ৭তখন বেলা প্রায় দুপুর।

৮এক সামেরীয় মহিলা পানি নিতে এলে হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "আমাকে পানি দাও।" সেই সময় তাঁর
সাহাবিরা খাবার কিনতে শহরে গিয়েছিলেন। ৯মহিলা তাঁকে বললো, "আমি তো সামেরীয়, আপনি ইহুদি হয়ে কেমন
করে আমার কাছে পানি চাচ্ছেন?" কারণ সামেরীয়দের সাথে ইহুদিদের ওঠাবসা ছিলো না।

১০হযরত ইসা আ. তাকে উত্তর দিলেন, "তুমি যদি জানতে আল্লাহর দান সম্বন্ধে এবং কে তোমাকে বলছেন,
'আমাকে পানি দাও,' তাহলে তুমিই তাঁর কাছে চাইতে এবং তিনি তোমাকে জীবন-পানি দিতেন।" ১১মহিলা তাঁকে
বললো, "জনাব, আপনার কাছে বালতি নেই এবং কুয়োটাও গভীর। কোথা থেকে আপনি জীবন-পানি পাবেন? ১২আপনি
কি আমাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইয়াকুব আ.র চেয়েও মহান? তিনিই আমাদের এই কুয়োটা দিয়েছিলেন আর এখান থেকে
তার পশুপালেরা পান করতো এবং তার ছেলেদের সাথে তিনিও পান করতেন?"

১৩হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "যতোজন এই কুয়ো থেকে পানি পান করবে তাদের আবার পিপাসা পাবে কিন্তু
আমি যে-পানি দেবো তা থেকে যারা পান করবে তাদের পিপাসা পাবে না। ১৪আমি যে-পানি দেবো তা তার মধ্যে পানির
ঝরনা তৈরি করবে এবং তাকে আল্লাহর সান্নিধ্য পাইয়ে দেবে।" ১৫মহিলা তাঁকে বললো, "জনাব, আমাকে সেই পানি
দিন, তাহলে আমার আর পিপাসা পাবে না বা পানি নেবার জন্য আর এখানে আসতে হবে না।"

১৬হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "যাও, তোমার স্বামীকে ডেকে নিয়ে এসো।" ১৭মহিলা তাঁকে উত্তর দিলো,
"আমার স্বামী নেই।" ১৮হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "তুমি ঠিকই বলেছো, 'আমার স্বামী নেই', কারণ তোমার
পাঁচজন স্বামী ছিলো এবং এখন যে তোমার সাথে আছে সে তোমার স্বামী নয়। তুমি যা বলেছো তা সত্য!" ১৯মহিলা
তাঁকে বললো, "জনাব, আমি বুঝতে পারছি যে, আপনি একজন নবি। ২০আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই পাহাড়ে এবাদত
করতেন কিন্তু আপনারা বলেন যে, যে-জায়গায় মানুষের এবাদত করা উচিত তা হচ্ছে জেরুসালেম।"

২১হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "হে নারী, আমাকে বিশ্বাস করো, সময় আসছে যখন তুমি প্রতিপালকের এবাদত
এই পাহাড়েও করবে না,

জেরুসালেমেও করবে না। ২২তোমরা যা জানো না তার এবাদত করো; কিন্তু আমরা যা জানি তার এবাদত করি, কারণ
নাজাত ইহুদিদের মধ্য থেকেই এসেছে। ২৩সময় আসছে এবং এখনই এসে গেছে, যখন প্রকৃত এবাদতকারীরা রুহে ও
সত্যে প্রতিপালকের এবাদত করবে, কারণ এরকম এবাদতকারীদেরই তিনি খুঁজছেন। ২৪আল্লাহ হচ্ছেন রুহ এবং যারা
তাঁর এবাদত করবে, তাদের অবশ্যই রুহে ও সত্যে তাঁর এবাদত করতে হবে।"

২৫মহিলা তাঁকে বললো, "আমি জানি যে, মসিহ আসছেন। তিনি যখন আসবেন তখন সবকিছু আমাদের জানাবেন।"
২৬হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "আমিই তিনি, যিনি তোমার সাথে কথা বলছেন।"

২৭তখনই তাঁর সাহাবিরা এলেন। একজন মহিলার সাথে তাঁকে কথা বলতে দেখে তারা আশ্চর্য হলেন কিন্তু কেউ
বললেন না, "আপনি কী চান?" অথবা "কেনো এই মহিলার সাথে কথা বলছেন?" ২৮তখন মহিলাটি তার পানির কলস
রেখে শহরে ফিরে গেলো। সে লোকদের বললো, "এসো এবং একজন লোককে দেখো! ২৯আমি জীবনে যা-কিছু করেছি
তার সবই তিনি আমাকে বলে দিয়েছেন! তিনি কি মসিহ হতে পারেন? তাঁকে কি মসিহ বলে মনে হয় না?" ৩০তারা শহর
থেকে বেরিয়ে তাঁর কাছে ছুটলো।

৩১এদিকে সাহাবিরা তাঁকে জোর অনুরোধ করতে লাগলেন, "হুজুর, কিছু খান।" ৩২কিন্তু তিনি তাদের বললেন, "আমার কাছে এমন খাবার আছে, যার বিষয়ে তোমরা জানো না।" ৩৩সাহাবিরা একজন আরেকজনকে বলতে লাগলেন, "নিশ্চয়ই কেউ তাঁকে কোনো খাবার দেয়নি?" ৩৪হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "যিনি আমাকে পাঠিয়েছে তাঁর ইচ্ছা পালন করা ও তাঁর কাজ পূর্ণ করাই হলো আমার খাবার।" ৩৫তোমরা কি বলো না যে, 'ফসল কাটার আর চার মাস বাকি আছে?' কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, তোমাদের চারপাশে তাকাও এবং দেখো যে, ফসল কাটার জন্য ক্ষেত কীভাবে তৈরি হয়ে আছে।

৩৬এরই মধ্যে ফসল সংগ্রহকারী মজুরি পাচ্ছে এবং আল্লাহর দিদার লাভের জন্য ফসল সংগ্রহ করছে, যেনো বপনকারী ও সংগ্রহকারী একত্রে আনন্দ পায়। ৩৭কারণ এক্ষেত্রেই তো এই প্রচলিত কথাটি সত্য বলে প্রমাণিত হয়– 'একজনে বীজ বোনে আর অন্যজনে কাটে।'

৩৮আমি তোমাদেরকে এমন এক ফসল কাটতে পাঠিয়েছি, যার জন্য তোমরা কোনো পরিশ্রম করোনি; পরিশ্রম করেছে অন্যেরা আর তোমরা তার সুফল ভোগ করছো।"

৩৯"আমি জীবনে যা-কিছু করেছি তার সবই তিনি আমাকে বলে দিয়েছেন!"– সেই মহিলার এই সাক্ষ্য শুনে সামেরিয়ার অনেক লোক ইমান এনেছিলো। ৪০সুতরাং সামেরীয়রা যখন তাঁর কাছে এলো, তখন তারা তাঁকে অনুরোধ করলো তাদের সাথে থাকার জন্য; আর তিনি তাদের সাথে দু'দিন থাকলেন। ৪১ফলে তাঁর কথায় আরো অনেকে ইমান আনলো। ৪২তারা মহিলাকে বললো, "এখন আর আমরা তোমার কথায় ইমান আনছি না, কারণ এখন আমরা নিজেদের কানে শুনেছি এবং আমরা জানি যে, ইনিই দুনিয়ার আসল নাজাতকারী।"

৪৩দু'দিন পার হলে পর তিনি সেখান থেকে গালিলের উদ্দেশে রওনা হলেন। ৪৪হযরত ইসা আ. নিজেই বলেছিলেন যে, কোনো নবিই নিজের দেশে সম্মান পান না। ৪৫তিনি গালিলে আসার পর সেখানকার লোকেরা তাঁকে স্বাগত জানালো, কারণ তারা ইদের সময় জেরুসালেমে তাঁর কাজ দেখেছিলো; তারাও ইদে গিয়েছিলো।

৪৬অতঃপর তিনি গালিলের কান্না গ্রামে এলেন; এখানেই তিনি পানিকে আঙুররসে পরিণত করেছিলেন। সেখানে একজন রাজকর্মকর্তা ছিলেন, যার ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলো কফরনাহুমে। ৪৭তিনি যখন শুনলেন যে, হযরত ইসা আ. ইহুদিয়া থেকে গালিলে এসেছেন, তখন তিনি গিয়ে কাকুতি-মিনতি করলেন, যেনো তিনি এসে তাঁর ছেলেকে সুস্থ করেন, কারণ সে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিলো। ৪৮হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "চিহ্ন এবং মোজেজা না দেখলে তুমি ইমান আনবে না।" ৪৯কর্মকর্তা তাঁকে বললেন, "জনাব, আমার ছোটো ছেলেটি মারা যাবার আগে আসুন।" ৫০হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "যাও, তোমার ছেলে বাঁচবে।" লোকটি হযরত ইসা আ.র কথায় বিশ্বাস করলেন এবং তার পথে চলে গেলেন।

৫১যখন তিনি যাচ্ছিলেন, তখন পথে তার গোলামদের সাথে দেখা হলো এবং তারা তাকে জানালো যে, তার সন্তান জীবিত রয়েছে। ৫২তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে, কখন সে সুস্থ হতে আরম্ভ করেছে।

তারা তাকে বললো, "গতকাল দুপুর একটার সময় তার জ্বর ছেড়ে গেছে।" ৫৩পিতা বুঝতে পারলেন যে, ঠিক ওই সময়ই হযরত ইসা আ. তাকে বলেছিলেন, "তোমার ছেলে বাঁচবে।" অতএব, তিনি ও তার পরিবারের সবাই ইমান আনলেন। ৫৪ইহুদিয়া থেকে গালিলে আসার পর ইসা চিহ্ন হিসেবে এই দ্বিতীয় মোজেজা দেখালেন।

রুকু ৫

১এরপর ইহুদিদের আরেকটি ইদের সময় হলো এবং হযরত ইসা আ. জেরুসালেমে গেলেন। ২জেরুসালেমের মেষ-
দরজার কাছে একটি পুকুর ছিলো। ৩হিব্রু ভাষায় এর নাম হলো বেথেসদা। এর পাঁচটি ঘাট ছিলো। সেখানে অনেক
অন্ধ, নুলা, খোড়া ও অবশরোগী পড়ে থাকতো। ৫,৬এমন একজন লোক সেখানে ছিলো, যে আটত্রিশ বছর ধরে অসুস্থ।
যখন হযরত ইসা আ. তাকে সেখানে শুয়ে থাকতে দেখলেন এবং জানলেন যে, সে দীর্ঘদিন ধরে সেখানে আছে, তখন
তিনি তাকে বললেন, "তুমি কি সুস্থ হতে চাও?" ৭অসুস্থ লোকটি তাঁকে উত্তর দিলো, "হুজুর, আমার এমন কেউ নেই
যে, পানি কেঁপে উঠলে সে আমাকে পুকুরে নামিয়ে দেবে; আর তাই আমি যেতে না যেতেই অন্য কেউ আমার আগে
নেমে পড়ে।" ৮হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "ওঠো, তোমার বিছানা তুলে নিয়ে হাঁটো।" ৯তখনই লোকটি সুস্থ হলো
এবং তার বিছানা তুলে নিয়ে হাঁটতে লাগলো।

১০সেই দিনটি ছিলো সাব্বাত। তাই যে-লোকটিকে সুস্থ করা হয়েছিলো, ইহুদিরা তাকে বললো, "আজ সাব্বাত,
তোমার বিছানা বয়ে নেয়া শরিয়ত-সম্মত নয়।" ১১কিন্তু সে তাদের উত্তর দিলো, "যিনি আমাকে সুস্থ করেছেন তিনিই
আমাকে বলেছেন, 'তোমার বিছানা তুলে নিয়ে হাঁটো।'" ১২তারা তাকে জিজ্ঞেস করলো, "কে সেই লোক যে তোমাকে
বলেছে, 'এটি ওঠাও এবং হাঁটো?'" ১৩কিন্তু যে সুস্থ হয়েছিলো সে জানতো না তিনি কে, কারণ সেখানে অনেক মানুষের
ভিড় থাকায় ইসা চলে গিয়েছিলেন।

১৪পরে হযরত ইসা আ. তাকে বায়তুল-মোকাদ্দসে পেয়ে বললেন, "দেখো, তুমি সুস্থ হয়েছো!

আর গুনাহ করো না, যেনো আরো খারাপ কিছু তোমার না হয়।" ১৫তখন লোকটি চলে গেলো এবং ইহুদিদের কাছে
গিয়ে বললো যে, হযরত ইসা আ. তাকে সুস্থ করেছেন।

১৬আর তাই ইহুদিরা হযরত ইসা আ.র ওপর চাপ সৃষ্টি করতে লাগলো, কারণ তিনি সাব্বাতে এসব কাজ করছিলেন।
১৭কিন্তু হযরত ইসা আ. তাদের উত্তর দিলেন, "আমার প্রতিপালক এখনো কাজ করছেন এবং আমিও কাজ করছি।"
১৮সুতরাং ইহুদিরা তাঁকে মেরে ফেলার জন্য আরো চেষ্টা করতে লাগলো, কারণ তিনি শুধু সাব্বাত ভঙ্গ করছিলেন না
কিন্তু আল্লাহকে তিনি নিজের প্রতিপালক বলছিলেন এবং এভাবে নিজেকে আল্লাহর সমান করে তুলছিলেন।

১৯হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি সত্যিই বলছি, একান্ত প্রিয় মনোনীতজন নিজ থেকে
কিছুই করতে পারেন না কিন্তু প্রতিপালককে যা করতে দেখেন, প্রতিপালক যা করেন, তা-ই করেন। ২০প্রতিপালক একান্ত
প্রিয় মনোনীতজনকে মহব্বত করেন এবং তিনি যা করেন তা তাঁকে দেখান; এবং এর থেকেও মহৎ কাজ তাঁকে দেখাবেন,
যেনো তোমরা অবাক হও।

২১প্রতিপালক যেমন মৃতদের ওঠান ও জীবন দেন, তেমনি একান্ত প্রিয় মনোনীতজনও যাকে ইচ্ছা করেন তাকে
জীবন দেন। ২২প্রতিপালক কারো বিচার করেন না কিন্তু সমস্ত বিচারের ভার তাঁর একান্ত প্রিয় মনোনীতজনকে দিয়েছেন,
২৩যেনো সবাই যেভাবে প্রতিপালককে সম্মান করে, সেভাবে একান্ত প্রিয় মনোনীতজনকেও সম্মান করতে পারে। যে
কেউ তাঁকে সম্মান করে না, সে সেই প্রতিপালককেও সম্মান করে না, যিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন।

২৪আমি তোমাদের সত্যি সত্যিই বলছি, যে কেউ আমার কথা শোনে এবং যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর ওপর
ইমান আনে, তার জন্য রয়েছে বেহেস্তি জীবন এবং সে বিচারের অধীন হয় না, বরং জাহান্নামের আযাব থেকে বেহেস্তে

পার হয়ে গেছে। ২৫আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, ২৩সময় আসছে এবং এখনই এসে গেছে, যখন মৃতেরা আল্লাহর একান্ত প্রিয় মনোনীতজনের আওয়াজ শুনবে এবং যারা শুনবে তারা বাঁচবে।

২৬কারণ যেভাবে প্রতিপালকের নিজের মধ্যে জীবন আছে, তেমনি তিনি একান্ত প্রিয় মনোনীতজনকেও নিজের মধ্যে জীবন রাখতে দিয়েছেন। ২৭তিনি তাঁকে বিচার করার অধিকার দিয়েছেন, কারণ তিনিই ইবনুল-ইনসান। ২৮এতে আশ্চর্য হয়ো না; কারণ সময় আসছে, যখন যারা কবরে আছে তারা সবাই তাঁর আওয়াজ শুনবে ২৯এবং উঠে আসবে– যারা ভালো কাজ করেছে তারা উঠবে বেহেস্তে যাবার জন্য আর যারা মন্দ কাজ করেছে তারা উঠবে দোযখে যাবার জন্য।

৩০আমি নিজ থেকে কিছু করতে পারি না। আমি যেমন শুনি, তেমনি বিচার করি এবং আমার বিচার ন্যায়; কারণ আমি নিজের ইচ্ছা পূরণ করি না বরং যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর ইচ্ছাই পূরণ করি। ৩১যদি আমি নিজের বিষয়ে সাক্ষ্য দেই তাহলে আমার সাক্ষ্য সত্য নয়। ৩২আরেকজন আছেন, যিনি আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছেন এবং আমি জানি, আমার বিষয়ে তাঁর সাক্ষ্য সত্য।

৩৩তোমরা হযরত ইয়াহিয়া আ.র কাছে লোক পাঠিয়েছো এবং তিনি সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন। ৩৪আমি মানুষের সাক্ষ্য গ্রহণ করি না কিন্তু আমি বলছি, যেনো তোমরা নাজাত পাও। ৩৫তিনি আলো দানকারী জ্বলন্ত বাতি ছিলেন এবং তোমরা কিছুদিন তার আলোতে আনন্দ করতে ইচ্ছুক ছিলে।

৩৬কিন্তু হযরত ইয়াহিয়া আ. থেকেও মহৎ সাক্ষ্য আমার আছে। প্রতিপালক আমাকে যেসব কাজ সম্পূর্ণ করতে পাঠিয়েছেন, আমি সেসব কাজ করছি আর এগুলো আমার পক্ষে এই সাক্ষ্য দেয় যে, প্রতিপালক আমাকে পাঠিয়েছেন। ৩৭এবং যে-প্রতিপালক আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তোমরা কখনো তাঁর রব শোনোনি বা তাঁর আকার দেখোনি ৩৮এবং তাঁর কালাম তোমাদের অন্তরে থাকে না; কারণ তিনি যাঁকে পাঠিয়েছেন, তোমরা তাঁর ওপর ইমান আনোনি।

৩৯তোমরা পূর্বের কিতাবে খোঁজ করে থাকো, কারণ তোমরা মনে করো যে, সেখানে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের কথা আছে ৪০এবং তা আমার বিষয়েই সাক্ষ্য দেয়। তবুও তোমরা জীবন পাবার জন্য আমার কাছে আসতে অস্বীকার করো। ৪১আমি মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা গ্রহণ করি না। ৪২আমি জানি যে, তোমাদের অন্তরে আল্লাহর মহব্বত নেই।

৪৩আমি আমার প্রতিপালকের নামে এসেছি এবং তোমরা আমাকে গ্রহণ করছো না; কিন্তু যদি কেউ নিজের নামে আসে, তাহলে তোমরা তাকে গ্রহণ করবে। ৪৪তোমরা যখন একে অন্যের কাছ থেকে প্রশংসা নিয়ে থাকো এবং একমাত্র আল্লাহর কাছ থেকে যে-প্রশংসা আসে তার খোঁজ করো না, তখন তোমরা কীভাবে ইমান আনতে পারো?

৪৫মনে করো না যে, প্রতিপালকের কাছে আমি তোমাদের দোষারোপ করবো। হযরত মুসা আ. তোমাদের দোষারোপ করেন, যার ওপরে তোমরা আশা রাখছো। ৪৬তোমরা যদি মুসার ওপর ইমান আনতে, তাহলে আমার ওপরও ইমান আনতে, কারণ তিনি আমার বিষয়েই লিখেছেন। ৪৭কিন্তু তার লেখায় যদি তোমরা ইমান না আনো, তাহলে আমার কথায় কীভাবে ইমান আনবে?”

রুকু ৬

১অতঃপর হযরত ইসা আ. গালিল লেকের ওপারে গেলেন। একে তিবিরিয়া লেকও বলা হয়। ২বিশাল এক জনতা তাঁর পেছনে পেছনে যাচ্ছিলো, কারণ রোগীদের ওপর তিনি যে-মোজেজা দেখাচ্ছিলেন তা তারা দেখেছিলো। ৩হযরত ইসা আ. পাহাড়ের ওপরে উঠে তাঁর সাহাবিদের সাথে বসলেন। ৪তখন ইহুদিদের ইদুল-ফেসাখ কাছে এসে পড়েছিলো। ৫ হযরত ইসা আ. বিশাল এক জনতাকে তাঁর দিকে আসতে দেখে ফিলিপকে বললেন, "এই লোকদের খাওয়ানোর জন্য আমরা কোথা থেকে রুটি কিনবো?" ৬তাকে পরীক্ষা করার জন্য তিনি একথা বললেন, কারণ তিনি যা করবেন তা তিনি জানতেন।

৭ফিলিপ উত্তর দিলেন, "এদের প্রত্যেককে সামান্য কিছু করে দিলেও একজনের ছয় মাসের আয়েও কুলাবে না।" ৮তাঁর এক সাহাবি, হযরত সাফওয়ান পিতরের ভাই হযরত অন্দ্রিয়ান রা., ৯তাঁকে বললেন, "এখানে একটি ছেলে আছে, যার কাছে পাঁচটি রুটি ও দুটো মাছ আছে। কিন্তু এতো মানুষের মধ্যে এতে কী হবে?" ১০হযরত ইসা আ. বললেন, "লোকদের বসিয়ে দাও।" সেখানে অনেক ঘাস ছিলো, তাই তারা বসে পড়লো; সব মিলে প্রায় পাঁচ হাজার লোক ছিলো।

১১তখন হযরত ইসা আ. রুটি নিয়ে আল্লাহকে শুকরিয়া জানালেন এবং যারা বসে ছিলো, তাদেরকে তা দিলেন। একইভাবে মাছও দিলেন। তারা যতো চাইলো ততোই দিলেন। ১২তারা সন্তুষ্ট হলে পর তিনি তাঁর হাওয়ারিদেরকে বললেন, "অবশিষ্ট টুকরোগুলো জমা করো, যেনো কিছুই নষ্ট না হয়।" তাই তারা সবকিছু জমা করলেন। ১৩এবং পাঁচটি রুটি থেকে সব লোকদের খাবার পর যা অবশিষ্ট রইলো তা দিয়ে তারা বারোটি ঝুড়ি ভর্তি করলেন।

১৪লোকেরা তাঁর এই মোজেজা দেখে বলতে লাগলো, "যে-নবির দুনিয়াতে আসার কথা ছিলো, ইনি নিশ্চয়ই তিনি।" ১৫হযরত ইসা আ. যখন বুঝতে পারলেন যে, লোকেরা জোর করে তাঁকে বাদশা বানানোর জন্য আসছে, তখন তিনি সেই জায়গা ছেড়ে আবার পাহাড়ে চলে গেলেন। ১৬সন্ধ্যায় তাঁর হাওয়ারিরা লেকের পাড়ে গিয়ে নৌকায় উঠলেন এবং লেকের ওপারের কফরনাহুমের দিকে চললেন। ১৭তখন অন্ধকার হয়ে গেছে এবং হযরত ইসা আ. তখনো তাদের কাছে আসেননি। ১৮ঝড়ো-হাওয়ার কারণে লেকে বড়ো বড়ো ঢেউ উঠলো।

১৯তিন-চার মাইল যাবার পর তারা দেখলেন যে, হযরত ইসা আ. পানির ওপর দিয়ে হেঁটে তাদের দিকে আসছেন এবং তারা খুব ভয় পেলেন। ২০কিন্তু তিনি তাদের বললেন, "ভয় করো না, এ তো আমি।" ২১তখন তারা তাঁকে নৌকায় তুলে নিতে চাইলেন আর তারা যেখানে যাচ্ছিলেন, নৌকা তখনই সেখানে পৌঁছে গেলো।

২২পরদিন সকাল পর্যন্ত যে-লোকেরা লেকের পাড়ে রয়ে গিয়েছিলো, তারা দেখেছিলো যে, আগের দিন সেখানে মাত্র একটি নৌকা ছিলো। তারা এও দেখেছিলো যে, হযরত ইসা আ. তাঁর হাওয়ারিদের সাথে নৌকায় ওঠেননি কিন্তু তারা তাঁকে ছাড়াই চলে গেছেন।

২৩তখন হযরত ইসা আ. যেখানে শুকরিয়া জানিয়ে রুটি খাইয়েছিলেন, সেখানে তিবিরিয়া থেকে কয়েকটি নৌকা এলো। ২৪যখন তারা দেখলো যে, হযরত ইসা আ. বা তাঁর হাওয়ারিরা কেউই সেই নৌকাগুলোতে আসেননি,

২৫তখন তারা নিজেরাই নৌকাগুলোতে উঠে তাঁকে খুঁজতে কফরনাহুমের দিকে চলে গেলো। লেকের ওপারে তাঁকে পেয়ে তারা বললো, "হুজুর, আপনি কখন এখানে এসেছেন?"

২৬হযরত ইসা আ. তাদের উত্তর দিলেন, "আমি তোমাদের সত্যি সত্যিই বলছি, তোমরা মোজেজা দেখেছো বলে
নয়, বরং তোমরা পেট ভরে রুটি খেয়েছো বলে আমার খোঁজ করছো। ২৭যে-খাবার নষ্ট হয়ে যায় তার জন্য নয় বরং
ইবনুল-ইনসান যে-খাবার দেন, যা আল্লাহর সান্নিধ্য পাইয়ে দেয়, তার জন্য কাজ করো। এজন্যই প্রতিপালক আল্লাহ
তাঁকে নিযুক্ত ও মুদ্রাঙ্কিত করেছেন।"

২৮তখন তারা বললো, "আল্লাহর কাজ করার জন্য আমাদের অবশ্যই কী করতে হবে?" ২৯হযরত ইসা আ. তাদের
উত্তর দিলেন, "আল্লাহ যাঁকে পাঠিয়েছেন, তাঁর ওপর ইমান আনাই হচ্ছে তাঁর কাজ।" ৩০তাই তারা তাঁকে বললো, "কী
মোজেজা আপনি আমাদের দেখাতে যাচ্ছেন, যা দেখে আমরা আপনার ওপর ইমান আনতে পারি? কী কাজ আপনি
করছেন? ৩১আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা মরু ভূমিতে মান্না খেয়েছিলেন। যেমন লেখা আছে, 'তিনি আসমান থেকে তাদের
রুটি খেতে দিয়েছিলেন।'" ৩২অতঃপর হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি সত্যিই বলছি, হযরত
মুসা আ. তোমাদের রুটি দেননি ৩৩কিন্তু আমার প্রতিপালকই বেহেস্ত থেকে তোমাদের আসল রুটি দেন। কারণ আল্লাহর
রুটি হলো তাই, যা বেহেস্ত থেকে নেমে আসে এবং দুনিয়াকে জীবন দেয়।"

৩৪তারা তাঁকে বললো, "হুজুর, এই রুটি আমাদের সব সময় দিন।" ৩৫হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "আমিই
জীবন-রুটি। যে কেউ আমার কাছে আসে, তার কখনো খিদে পাবে না এবং যে আমার ওপর ইমান আনে, তার কখনো
পিপাসা পাবে না। ৩৬আমি তোমাদের বলছি, আর তোমরা আমাকে দেখছো, তবুও বিশ্বাস করছো না।

৩৭প্রতিপালক আমাকে যা-কিছু দেন তা আমার কাছে আসবে ৩৮এবং যে কেউ আমার কাছে আসবে, আমি তাকে
ফেলে দেবো না। কারণ আমার নিজের ইচ্ছা পালন করার জন্য নয়, বরং যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর ইচ্ছা পালনের
জন্যই আমি বেহেস্ত থেকে নেমে এসেছি।

৩৯এবং যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর ইচ্ছা হলো এই– তিনি আমাকে যা দিয়েছেন, তার কিছুই যেনো না হারাই কিন্তু
কেয়ামতের দিন ওঠাই। ৪০নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালকের ইচ্ছা এই যে, যতোজন আল্লাহর একান্ত প্রিয় মনোনীতজনকে
দেখে এবং ইমান আনে, তারা আল্লাহর সান্নিধ্য পাবে এবং কেয়ামতের দিন আমি তাদের ওঠাবো।"

৪১তখন ইহুদিরা অভিযোগ করতে লাগলো। কারণ তিনি বলেছিলেন, "আমিই বেহেস্ত থেকে নেমে আসা রুটি।"
৪২তারা বলছিলো, "এই হযরত ইসা আ. কি হযরত ইউসুফের ছেলে নয়, যার বাবামাকে আমরা চিনি? এখন সে কীভাবে
বলছে যে, 'আমি বেহেস্ত থেকে নেমে এসেছি'?"

৪৩হযরত ইসা আ. তাদের উত্তর দিলেন, "নিজেদের মধ্যে বিবাদ করো না। ৪৪যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, সেই
প্রতিপালক কাউকে না ডাকলে কেউ আমার কাছে আসে না; এবং কেয়ামতের দিন আমিই সেই লোককে ওঠাবো।

৪৫নবিরা লিখে গেছেন, 'আল্লাহ তাদের সবাইকে শেখাবেন।' যতোজন প্রতিপালকের কাছ থেকে শুনেছে ও শিখেছে,
তারা আমার কাছে আসবে। আল্লাহর কাছ থেকে যিনি এসেছেন, ৪৬তিনি ছাড়া প্রতিপালককে কেউ দেখেনি; তিনিই
তাঁকে দেখেছেন। ৪৭আমি সত্যিই বলছি, যে ইমান আনে সে আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত।

৪৮আমিই জীবনের খাবার। ৪৯তোমাদের পূর্বপুরুষরা মরুভূমিতে মান্না খেয়েছিলেন এবং তারা মারা গেছেন। ৫০এই
সেই খাবার যা বেহেস্ত থেকে নেমে এসেছে, যেনো যে এ-খাবার থেকে খায় সে না মরে। ৫১আমিই বেহেস্ত থেকে নেমে
আসা জীবন-খাবার। যে কেউ এই খাবার থেকে খায়, সে চিরদিন বেঁচে থাকবে এবং দুনিয়ার জীবনের জন্য আমি যে-
খাবার দেবো তা হচ্ছে আমার শরীর।"

৫২তখন ইহুদিরা নিজেদের মধ্যে এই বলে তর্কাতর্কি করতে লাগলো, "এই লোক কীভাবে আমাদেরকে তার শরীর
খেতে দেবে?" ৫৩হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি সত্যিই বলছি, যদি তোমরা ইবনুল-ইনসানের
শরীর না খাও ও তাঁর রক্ত পান না করো, তাহলে তোমাদের জীবন নেই।

৫৪যারা আমার শরীর খাবে ও আমার রক্ত পান করবে, তারা আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত এবং কেয়ামতের দিন আমি তাদের
ওঠাবো। ৫৫কারণ আমার শরীরই আসল খাবার এবং আমার রক্ত আসল পানীয়। ৫৬যারা আমার শরীর খায় ও আমার
রক্ত পান করে, তারা আমার সাথে যুক্ত হয় এবং আমি তাদের সাথে যুক্ত হই। ৫৭যেভাবে প্রতিপালক আমাকে পাঠিয়েছেন
এবং আমি তাঁর কারণে বেঁচে থাকি, তেমনিভাবে যারা আমাকে খায়, তারা আমার কারণে বেঁচে থাকে। ৫৮এই খাবারই
বেহেস্ত থেকে এসেছে। তোমাদের পূর্বপুরুষেরা যা খেয়েছেন ও মারা গেছেন, এটি তার মতো নয়। কিন্তু এই খাবার যে
খায়, সে চিরদিন বেঁচে থাকবে।"

৫৯কফরনাহুমের সিনাগোগে শিক্ষা দেবার সময় তিনি এসব বলছিলেন। ৬০তাঁর অনেক সাহাবি এসব শুনে বললেন,
"এ-শিক্ষা খুবই কঠিন, কে তা গ্রহণ করতে পারে?" ৬১কিন্তু হযরত ইসা আ. যখন বুঝলেন যে, তাঁর সাহাবিরা এ-বিষয়ে
অভিযোগ করছেন, তখন তিনি তাদের বললেন, "এই শিক্ষা কি তোমাদের কষ্ট দিচ্ছে? ৬২তাহলে ইবনুল-ইনসান আগে
যেখানে ছিলেন, তাঁকে সেখানে যেতে দেখলে কী বলবে? রুহই জীবন দেয়, শরীর কিছু নয়। ৬৩যে-কালাম তোমাদের
কাছে বলা হয়েছে তা-ই রুহ ও জীবন। ৬৪কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ আছে, যারা ইমান আনবে না।" কারণ
হযরত ইসা আ. প্রথম থেকেই জানতেন যে, কে তাঁর ওপর ইমান আনবে না এবং কে তাঁর সাথে বেইমানি করবে।
৬৫তিনি বললেন, "এজন্য আমি তোমাদের বলছি যে, আল্লাহ না চাইলে কেউই আমার কাছে আসতে পারে না।" ৬৬এর
ফলে তাঁর অনেক উম্মত তাঁকে ছেড়ে চলে গেলো এবং তাঁর পেছনে আর এলো না।

৬৭তাই হযরত ইসা আ. বারোজনকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরাও কি চলে যেতে চাও?" ৬৮হযরত সাফওয়ান পিতর
রা. উত্তর দিলেন, "হুজুর, আমরা কার কাছে যাবো? আল্লাহর সান্নিধ্য পাওয়ার কালাম তো আপনার কাছেই আছে।
৬৯আমরা জেনেছি এবং ইমান এনেছি যে, আপনিই আল্লাহর পবিত্রজন।" ৭১হযরত ইসা আ. তাদের উত্তর দিলেন, "আমি
কি তোমাদের বারোজনকে বেছে নেইনি? তবুও তোমাদের মধ্যে একজন ইবলিস আছে।" ৭২ইহুদা ইবনে সিমোন
ইস্কারিয়োতের বিষয়ে তিনি একথা বলছিলেন। যদিও তিনি বারোজনের একজন ছিলেন, তবুও তিনি তাঁর সাথে বেইমানি
করেছিলেন।

রুকু ৭

১এরপর হযরত ইসা আ. গালিলে চলাফেরা করছিলেন। তিনি ইহুদিয়ায় যেতে চাইলেন না, কারণ ইহুদিরা তাঁকে
হত্যা করার সুযোগ খুঁজছিলো। ২এই সময় ইহুদিদের ইদুল-খিয়াম কাছে এসে পড়েছিলো। ৩তাই তাঁর ভাইয়েরা তাঁকে
বললেন, "ইহুদিয়াতে যাও, যেনো তুমি যেসব কাজ করছো তা তোমার উম্মতরাও দেখতে পায়। ৪যদি কেউ চায় মানুষ
তার সম্বন্ধে জানুক, তাহলে সে গোপনে কাজ করে না। যদি তুমি এসব করো, তাহলে দুনিয়ার সামনে নিজেকে দেখাও।"

৫কারণ তাঁর ভাইয়েরাও তাঁর ওপর ইমান আনেননি। ৬হযরত ইসা আ. তাঁদের বললেন, "আমার সময় এখনো
আসেনি কিন্তু তোমাদের সময় তো সব সময়ই। ৭দুনিয়া তোমাদের ঘৃণা করতে পারে না কিন্তু আমাকে ঘৃণা করে, কারণ
আমি তার খারাপ কাজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেই। ৮তোমরাই ইদে যাও, আমি এই ইদে যাচ্ছি না, কারণ আমার সময়
এখনো পূর্ণ হয়নি।" ৯একথা বলে তিনি গালিলেই থেকে গেলেন। ১০কিন্তু তাঁর ভাইয়েরা ইদে চলে যাবার পর তিনিও

গেলেন; প্রকাশ্যে নয় কিন্তু গোপনে গেলেন। ১১ইদের সময় ইহুদিরা তাঁর খোঁজ করছিলো এবং বলছিলো, "তিনি কোথায়?"

১২জনতার মধ্যে তাঁর সম্পর্কে অনেক মতবিরোধ ছিলো। কেউ কেউ বলছিলো যে, "তিনি একজন ভালো মানুষ," অন্যরা বলছিলো, "না, তিনি জনতাকে ঠকাচ্ছেন।" ১৩তবুও ইহুদিদের ভয়ে কেউই খোলাখুলিভাবে কথা বলার সাহস করছিলো না। ১৪ইদের মাঝামাঝি সময়ে তিনি বায়তুল-মোকাদ্দসে গেলেন এবং শিক্ষা দিতে লাগলেন। ১৫এতে ইহুদিরা খুবই অবাক হয়ে বললো, "এই লোক এসব কীভাবে শিখলো, তাকে তো কখনো কেউ শেখায়নি?

১৬তখন হযরত ইসা আ. তাদের উত্তর দিলেন, "আমি যে-শিক্ষা দেই তা আমার নয়, বরং যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁরই। ১৭যে কেউ আল্লাহর ইচ্ছা পালন করতে চায় সে জানবে যে, এই শিক্ষা আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে নাকি আমি নিজ থেকে বলছি। ১৮যারা নিজের থেকে কথা বলে, তারা নিজের প্রশংসা চায়; কিন্তু সেই ব্যক্তিই সত্য, যিনি তার প্রেরণকারীর প্রশংসা চান এবং তার মধ্যে কোনো মিথ্যা নেই।

১৯হযরত মুসা আ. কি তোমাদের শরিয়ত দেননি? কিন্তু তোমরা শরিয়ত পালন করো না। কেনো তোমরা আমাকে হত্যা করার সুযোগ খুঁজছো?"

২০জনতা উত্তর দিলো, "তোমার মধ্যে একটি ভূত আছে! কে তোমাকে হত্যা করতে চেষ্টা করছে?" ২১হযরত ইসা আ. তাদের উত্তর দিলেন, "আমি একটি কাজ করেছি আর তোমরা সবাই আশ্চর্য হচ্ছো। ২২হযরত মুসা আ. তোমাদের খতনা দিয়েছেন– অবশ্য তা হযরত মুসা আ.-র কাছ থেকে নয় কিন্তু পূর্বপুরুষ হযরত ইব্রাহিম আ.-র কাছ থেকে– এবং তোমরা সাব্বাতে লোকের খতনা করে থাকো। ২৩হযরত মুসা আ.-র শরিয়ত যাতে ভঙ্গ না হয়, এজন্য মানুষ যদি সাব্বাতে খতনা করায়, তাহলে আমি একজনের সমস্ত শরীর সুস্থ করেছি বলেই কি তোমরা আমার ওপর রাগ করেছো? ২৪মুখ দেখে বিচার করো না, বরং ন্যায়বিচার করো।"

২৫জেরুসালেমের কিছু লোক বলছিলো, "এই লোককেই কি তারা হত্যা করতে চেষ্টা করছে না? ২৬তিনি এখানে খোলাখুলিভাবে কথা বলছেন কিন্তু তারা তাঁকে কিছু বলছে না! তাহলে ক্ষমতাশালীরা কি আসলেই জানেন যে, ইনিই মসিহ? ২৭আমরা জানি তিনি কোথা থেকে এসেছেন; কিন্তু যখন মসিহ আসবেন, তখন কেউ জানবে না তিনি কোথা থেকে এলেন।" ২৮তখন হযরত ইসা আ. বায়তুল-মোকাদ্দসে শিক্ষা দিচ্ছিলেন এবং চিৎকার করে বললেন, "তোমরা আমাকে চেনো এবং আমি কোথা থেকে এসেছি তাও জানো। আমি নিজের ইচ্ছায় আসিনি। কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি সত্য এবং তোমরা তাঁকে জানো না। ২৯আমি তাঁকে জানি, কারণ আমি তাঁর কাছ থেকে এসেছি এবং তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।" ৩০তখন তারা তাঁকে ধরতে চাইলো কিন্তু কেউ তাঁর গায়ে হাত দিলো না, কারণ তখনো তাঁর সময় আসেনি। ৩১তবুও জনতার মধ্যে অনেকেই তাঁর ওপর ইমান আনলো এবং বলতে লাগলো, "ইনি চিহ্ন হিসেবে যতো মোজেজা দেখিয়েছেন, মসিহ এলে কি তার থেকে বেশি করবেন?" ৩২জনতা তাঁর বিষয়ে যা যা বলছিলো, ফরিসিরা তা শুনলেন। প্রধান ইমামেরা ও ফরিসিরা তাঁকে ধরে আনার জন্য বায়তুল-মোকাদ্দসের পুলিশ পাঠালেন।

৩৩তখন হযরত ইসা আ. বললেন, "আমি আর অল্প কিছুদিন তোমাদের সাথে থাকবো। অতঃপর যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর কাছে চলে যাবো। ৩৪তোমরা আমার খোঁজ করবে কিন্তু পাবে না; এবং আমি যেখানে, তোমরা সেখানে আসতে পারো না।" ৩৫ইহুদিরা একে অন্যকে বললো, "এই লোক কোথায় যাবে যে, আমরা তাকে খুঁজে পাবো না? সে

কি গ্রিকদের কাছে চলে যেতে চাচ্ছে এবং তাদেরকে শিক্ষা দেবে? ৩৬‘তোমরা আমার খোঁজ করবে কিন্তু পাবে না;’ এবং ‘আমি যেখানে, তোমরা সেখানে আসতে পারো না’ বলে সে কী বোঝাতে চায়?”

৩৭ইদের শেষ দিন হচ্ছে প্রধান দিন। হযরত ইসা আ. সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি চিৎকার করে বললেন, “যে কেউ পিপাসিত, আমার কাছে এসো। ৩৮এবং যে আমার ওপর ইমান এনেছে সে পান করুক। পূর্বের কিতাবে যেমন লেখা আছে, ‘ইমানদারদের অন্তর থেকে জীবন-পানির নদী বইবে।’”

৩৯আল্লাহর রুহ সম্পর্কে তিনি একথা বলেছিলেন, যারা তাঁর ওপরে ইমান আনবে, তারা তাঁকে গ্রহণ করবে; হযরত ইসা আ. তখনো মহিমা পাননি বলে আল্লাহ-রুহও আসেননি। ৪০একথা শুনে ভিড়ের মধ্য থেকে কেউ কেউ বললো, “নিশ্চয়ই ইনি সেই নবি।” ৪১অন্যরা বললো, “ইনিই মসিহ।” ৪২আবার কেউ কেউ বললো, “নিশ্চয়ই মসিহ গালিল থেকে আসবেন না, তাই না? পূর্বের কিতাব কি একথা বলেনি যে, মসিহ হবেন হযরত দাউদের বংশধর এবং হযরত দাউদ আ. বৈতলেহেমের যে-শহরে থাকতেন, সেখান থেকে আসবেন?” ৪৩তাই তাঁকে নিয়ে জনতার মধ্যে বিভেদ দেখা দিলো। ৪৪তাদের কয়েকজন তাঁকে বন্দি করতে চাইলো কিন্তু কেউই তাঁর গায়ে হাত দিলো না।

৪৫তখন বায়তুল-মোকাদ্দসের পুলিশরা প্রধান ইমামদের ও ফরিসিদের কাছে ফিরে গেলো। তারা তাদের জিজ্ঞেস করলেন, “কেনো তোমরা তাকে ধরে আনোনি?” ৪৬পুলিশরা উত্তর দিলো, “এর আগে কেউ কখনো এরকম কথা বলেনি!” ৪৭তখন ফরিসিরা বললেন, “নিশ্চয়ই তোমরা তার ধোঁকায় পড়ে যাওনি, পড়েছো কি? ৪৮নেতাদের বা ফরিসিদের মধ্যে কেউ কি তার ওপর ইমান এনেছেন? ৪৯কিন্তু এই জনতা, যারা শরিয়ত জানে না, লা’নতপ্রাপ্ত।”

৫০যে-নিকদিম আগে একবার হযরত ইসা আ.র কাছে গিয়েছিলেন, তিনিও তাদের মধ্যে ছিলেন। ৫১তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “আমাদের শরিয়ত প্রথমে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে কারো বিচার করে না, করে কি?”

৫২তারা উত্তর দিলেন, “নিশ্চয়ই তুমিও গালিলের লোক নও? খোঁজ করে দেখো, গালিল থেকে কোনো নবি আসার কথা নয়।”

রুকু ৮

১অতঃপর তারা প্রত্যেকে বাড়ি চলে গেলেন। এদিকে হযরত ইসা আ.ও জৈতুন পাহাড়ে চলে গেলেন। ২এবং খুব ভোরে উঠে তিনি আবার বায়তুল-মোকাদ্দসে এলেন। সমস্ত লোক তাঁর কাছে এলো এবং তিনি বসলেন ৩ও তাদের শিক্ষা দিতে লাগলেন। ৪ফরিসিরা ও আলিমরা এক মহিলাকে ধরে আনলেন, যাকে তারা জিনা করার সময় হাতেনাতে ধরেছিলেন এবং তাকে সবার সামনে দাঁড় করালেন। তারা তাঁকে বললেন, “হুজুর, এই মহিলাকে আমরা জিনা করার সময় হাতেনাতে ধরেছি। ৫হযরত মুসা আ.র শরিয়ত এমন মহিলাদের পাথর মারার হুকুম দেয়। এখন আপনি কী বলেন?”

৬তারা তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য একথা বললেন, যেনো তাঁকে দোষ দিতে পারেন। হযরত ইসা আ. নিচু হয়ে তাঁর আঙুল দিয়ে মাটিতে লিখতে লাগলেন। ৭যখন তারা তাঁকে প্রশ্ন করতেই থাকলেন, তখন তিনি উঠে দাঁড়িয়ে তাদের বললেন, “তোমাদের মধ্যে যার কোনো গুনাহ নেই, সে-ই প্রথমে তাকে পাথর মারো।” ৮অতঃপর আবার তিনি নিচু হয়ে মাটিতে লিখতে লাগলেন।

৯একথা শুনে একেকজন করে সবাই সেখান থেকে চলে গেলেন। প্রথমেই বুজুর্গরা গেলেন। এবং হযরত ইসা আ.র সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মহিলার সাথে তিনি একা রইলেন। ১০হযরত ইসা আ. উঠে দাঁড়ালেন এবং তাকে বললেন, "হে মহিলা, ওরা সবাই কোথায়? কেউ কি তোমাকে দোষী করেনি?" ১১সে বললো, "কেউ না, হুজুর।" হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "আমিও করি না। চলে যাও এবং এখন থেকে আর গুনাহ করো না।"

১২আবার হযরত ইসা আ. তাদের কাছে কথা বললেন, "আমিই দুনিয়ার আলো। যে আমার পেছনে আসবে, সে কখনো অন্ধকারে হাঁটবে না কিন্তু জীবনের আলো পাবে।" ১৩অতঃপর ফরিসিরা তাঁকে বললেন, "তুমি তোমার নিজের বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছো, তোমার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।"

১৪হযরত ইসা আ. বললেন, "যদিও আমি নিজের বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি, তবুও আমার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। কারণ আমি জানি আমি কোথা থেকে এসেছি এবং কোথায় যাচ্ছি কিন্তু তোমরা জানো না আমি কোথা থেকে এসেছি এবং কোথায় যাচ্ছি।

১৫তোমরা মানুষের মতো বিচার করে থাকো। কিন্তু আমি কারো বিচার করি না। ১৬আর আমি যদি বিচার করি, তাহলে আমার বিচার সত্য। কারণ আমি একা বিচার করি না কিন্তু আমি এবং আমার প্রতিপালক, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, আমরাই বিচার করি। ১৭তোমাদের শরিয়তে লেখা আছে যে, দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। ১৮আমি আমার নিজের বিষয়ে সাক্ষ্য দেই এবং আমার প্রতিপালক, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনিও আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেন।"

১৯অতঃপর তারা তাঁকে বললেন, "কোথায় তোমার প্রতিপালক?" হযরত ইসা আ. উত্তর দিলেন, "তোমরা আমাকে জানো না এবং আমার প্রতিপালককেও জানো না। যদি তোমরা আমাকে জানতে, তাহলে আমার প্রতিপালককেও জানতে।" ২০বায়তুল-মোকাদ্দসের কোষাগারের সামনে শিক্ষা দেবার সময় তিনি এসব কথা বললেন কিন্তু কেউ তাঁকে ধরলো না, কারণ তাঁর সময় তখনো আসেনি।

২১আবার তিনি তাদের বললেন, "আমি চলে যাচ্ছি আর তোমরা আমার খোঁজ করবে এবং তোমরা তোমাদের গুনাহতেই মরবে। আমি যেখানে যাচ্ছি, তোমরা সেখানে আসতে পারো না।" ২২তখন ইহুদিরা বললো, "'আমি যেখানে যাচ্ছি, তোমরা সেখানে আসতে পারো না' বলে কি সে একথাই বোঝাতে চাচ্ছে যে, সে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে?"

২৩তিনি তাদের বললেন, "তোমরা নিচ থেকে এসেছো, আমি ওপর থেকে এসেছি। তোমরা এই দুনিয়ার, আমি এই দুনিয়ার নই। ২৪আমি তোমাদের বলেছি যে, 'তোমরা তোমাদের গুনাহতেই মরবে'– কারণ আমিই তিনি, একথার ওপর ইমান না আনলে তোমরা তোমাদের গুনাহতেই মরবে।" ২৫তারা তাঁকে বললো, "তুমি কে?" হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "আমি তোমাদের সাথে কেনোই-বা এসব কথা বলছি?

২৬তোমাদের দোষ দেবার ও তোমাদের বিষয়ে বলার আমার অনেককিছু আছে; কিন্তু আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন তিনি সত্য এবং আমি তাঁর কাছে যা শুনেছি তা দুনিয়ার কাছে প্রকাশ করছি।"

২৭তারা বুঝলো না যে, তিনি প্রতিপালকের বিষয়ে তাদের কাছে কথা বলছেন। ২৮তাই হযরত ইসা আ. বললেন, "তোমরা যখন ইবনুল-ইনসানকে ওপরে তুলবে, তখন বুঝবে যে, আমিই তিনি; এবং আমি নিজ থেকে কিছুই করি না কিন্তু প্রতিপালক যেভাবে আমাকে হুকুম দিয়েছেন, আমি সেভাবেই কথা বলি। ২৯যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তিনি আমার সাথে আছেন। তিনি আমাকে একা রেখে চলে যাননি, কারণ যা তাঁকে সন্তুষ্ট করে, আমি সব সময় তাই করি।"

৩০তিনি যখন এসব কথা বলছিলেন, তখন অনেকেই তাঁর ওপর ইমান আনলো। ৩১অতঃপর যে ইহুদিরা তাঁর ওপর ইমান এনেছিলো, তিনি তাদের বললেন, "যদি তোমরা আমার কথামতো চলো, তাহলে সত্যিই তোমরা আমার সাহাবি। ৩২তোমরা সত্য জানবে এবং সেই সত্য তোমাদের মুক্ত করবে।" ৩৩তারা তাঁকে উত্তর দিলো, "আমরা হযরত ইব্রাহিম আ.র বংশধর এবং কখনো কারো গোলাম ছিলাম না। 'তোমাদের মুক্ত করা হবে' বলে তুমি কী বোঝাতে চাও?"

৩৪হযরত ইসা আ. তাদের উত্তর দিলেন, "আমি তোমাদের সত্যি সত্যিই বলছি, যে গুনাহ করে সে গুনাহর গোলাম। ৩৫পরিবারের মধ্যে গোলামের স্থান স্থায়ী নয় কিন্তু সন্তানের স্থান চিরদিনের। ৩৬তাই একান্ত প্রিয় মনোনীতজন যদি তোমাদের মুক্ত করেন, তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই মুক্ত হবে। ৩৭আমি জানি তোমরা হযরত ইব্রাহিম আ.র বংশধর, তবুও তোমরা আমাকে হত্যা করার সুযোগ খুঁজে থাকো; কারণ তোমাদের হৃদয়ে আমার কথার কোনো স্থান নেই। ৩৮আমি আমার প্রতিপালকের কাছে যা দেখেছি, আমি তাই বলি; কিন্তু তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে যা শোনো তাই করো।"

৩৯তারা তাঁকে উত্তর দিলো, "হযরত ইব্রাহিম আ. আমাদের পিতা।" হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "যদি তোমরা হযরত ইব্রাহিমের সন্তান হতে, তাহলে হযরত ইব্রাহিম আ. যা করেছিলেন, তোমরাও তা করতে।

৪০কিন্তু এখন তোমরা আমাকেই হত্যা করতে চেষ্টা করছো, যে-আমি আল্লাহর কাছ থেকে যে-সত্য শুনেছি তা-ই তোমাদের বলেছি। হযরত ইব্রাহিম আ. তোমাদের মতো এরকম করতেন না।

৪১তোমাদের পিতা যা করে, তোমরা তা-ই করছো।" তারা তাঁকে বললো, "আমরা জারজ নই। আমাদের একজন প্রতিপালক আছেন, তিনি আল্লাহ।" ৪২হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "যদি আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক হতেন, তাহলে তোমরা আমাকে মহব্বত করতে। কারণ আমি আল্লাহর কাছ থেকে এসেছি এবং এখন এখানে আছি। আমি নিজ থেকে আসিনি কিন্তু তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। ৪৩আমি যা বলি তা তোমরা কেনো বোঝো না? কারণ তোমরা আমার কথা গ্রহণ করতে পারো না।

৪৪ইবলিসই তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমরা তারই; তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইচ্ছা পালন করতে চাও। সে প্রথম থেকেই খুনি। সে সত্যে থাকে না এবং সত্য তার মধ্যে নেই। সে তার চরিত্র অনুসারেই মিথ্যা বলে। কারণ সে মিথ্যাবাদী এবং মিথ্যার জন্মদাতা। ৪৫আমি সত্য বলি বলেই তোমরা আমার ওপর ইমান আনো না। ৪৬তোমাদের মধ্যে কে আমাকে গুনাহগার বলে দোষ দিতে পারে? যদি আমি সত্য বলি, তাহলে আমার ওপর ইমান আনো না কেনো? ৪৭যারা আল্লাহর তারা আল্লাহর কালাম শোনে। তোমরা তা শোনো না, কারণ তোমরা আল্লাহর নও।"

৪৮ইহুদিরা তাঁকে উত্তর দিলো, "আমাদের একথা কি ঠিক নয় যে, তুমি একজন সামেরীয় এবং তোমাকে ভূতে ধরেছে?" ৪৯ হযরত ইসা উত্তর দিলেন, "আমাকে ভূতে ধরেনি। আমি আমার প্রতিপালককে সম্মান করি কিন্তু তোমরা আমাকে অসম্মান করো। ৫০তবুও আমি আমার নিজের প্রশংসা চাই না। একজন আছেন, তিনি তা চান এবং তিনিই বিচারক। ৫১আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, যে আমার কথা মানে, সে কখনো মরবে না।"

৫২ইহুদিরা তাঁকে বললো, "এখন আমরা বুঝতে পারছি যে, তোমাকে ভূতে ধরেছে। হযরত ইব্রাহিম আ. ইন্তেকাল করেছেন এবং নবিরাও; আর তুমি বলছো, 'যে আমার কথা মানে, সে কখনো মরবে না।' ৫৩আমাদের পিতা হযরত ইব্রাহিম আ., যিনি ইন্তেকাল করেছেন, তুমি কি তাঁর থেকেও মহান? নবিরাও ইন্তেকাল করেছেন। তুমি নিজেকে কী দাবি করছো?"

৫৪হযরত ইসা আ. উত্তর দিলেন, "যদি আমি নিজেই নিজের প্রশংসা করি, তাহলে সে-প্রশংসার কোনো দাম নেই। আমার প্রতিপালক আমাকে প্রশংসিত করেছেন। তাঁর বিষয়ে তোমরা বলে থাকো, 'তিনি আমাদের আল্লাহ্,' ৫৫যদিও তোমরা তাঁকে জানো না কিন্তু আমি তাঁকে জানি। যদি আমি বলি যে, আমি তাঁকে জানি না, তাহলে আমি তোমাদের মতো মিথ্যাবাদী হবো। কিন্তু আমি তাঁকে জানি ও তাঁর কালাম মানি। ৫৬তোমাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইব্রাহিম আ. আমার দিন দেখার আশায় আনন্দ করেছিলেন এবং তিনি তা দেখেছিলেন ও আনন্দিত হয়েছিলেন।"

৫৭অতঃপর ইহুদিরা তাঁকে বললো, "তোমার বয়স পঞ্চাশ বছরও হয়নি আর তুমি ইব্রাহিমকে দেখেছো?" ৫৮হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি সত্যিই বলছি, ইব্রাহিমের আগে থেকেই আমি আছি।" ৫৯তাই তারা তাঁকে পাথর মারতে চাইলো কিন্তু হযরত ইসা আ. লুকিয়ে বায়তুল-মোকাদ্দস থেকে বেরিয়ে গেলেন।

রুকু ৯

১যেতে যেতে তিনি এক জন্মান্ধকে দেখতে পেলেন। ২তাঁর সাহাবিরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "হুজুর, কার গুনাহর কারণে এই লোকটি অন্ধ হয়ে জন্মেছে, তার নিজের নাকি তার বাবা-মার?" ৩হযরত ইসা আ. উত্তর দিলেন, "এই লোকটি কিংবা তার বাবামা গুনাহ করেনি। এ অন্ধ হয়ে জন্মেছে যেনো আল্লাহর কাজ তার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। ৪যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, দিন থাকতে থাকতেই আমাদেরকে তাঁর কাজ করতে হবে। রাত আসছে, তখন কেউ কাজ করতে পারে না। ৫আমি যতোদিন দুনিয়াতে আছি, ততোদিন আমিই দুনিয়ার আলো।"

৬একথা বলে তিনি মাটিতে থুথু দিয়ে কাদা বানালেন এবং তা লোকটির চোখে লেপটে দিলেন, ৭আর তাকে বললেন, "সিলো নামক পুকুরে গিয়ে ধুয়ে ফেলো।" অতঃপর সে গিয়ে ধুয়ে ফেললো এবং দেখতে পেয়ে ফিরে এলো। ৮তার প্রতিবেশীরা এবং যারা তাকে আগে ভিক্ষা করতে দেখেছিলো, তারা বলতে লাগলো, "এই লোকটি না এখানে বসে ভিক্ষা করতো?"

৯কেউ কেউ বলছিলো, "এ সে-ই।" অন্যেরা বলছিলো, "না কিন্তু তারই মতো একজন।" সে বলতে থাকলো, "আমিই সেই লোক।"

১০কিন্তু তারা তাকে জিজ্ঞেস করতেই থাকলো, "তাহলে তোমার চোখ কীভাবে খুললো?" ১১সে উত্তর দিলো, "ইসা নামের এক লোক মাটিতে কাদা বানিয়ে আমার চোখে লেপটে দিলেন এবং আমাকে বললেন, 'সিলো নামক পুকুরে গিয়ে ধুয়ে ফেলো।' তখন আমি গিয়ে ধুয়ে ফেললাম এবং দেখতে পেলাম।" ১২তারা তাকে বললো, "কোথায় তিনি?" সে বললো, "আমি জানি না।"

১৩আগে যে-লোকটি অন্ধ ছিলো, তারা তাকে ফরিসিদের কাছে নিয়ে গেলো। ১৪যেদিন হযরত ইসা আ. কাদা তৈরি করে লোকটির চোখ খুলে দিয়েছিলেন, সেদিন ছিলো সাব্বাত। ১৫তখন ফরিসিরাও তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কীভাবে সে দেখার শক্তি পেয়েছে। সে তাদের বললো, "তিনি আমার চোখে কাদা লাগিয়ে দিলেন। তারপর আমি ধুয়ে ফেললাম এবং এখন আমি দেখতে পাচ্ছি।" ১৬কয়েকজন ফরিসি বললেন, "এই লোক আল্লাহর কাছ থেকে আসেনি, কারণ সে সাব্বাত পালন করে না।" কিন্তু অন্যেরা বললেন, "একজন গুনাহগার কীভাবে এরকম মোজেজা দেখাতে পারে?" এবং তারা দু'দলে ভাগ হয়ে গেলেন। ১৭তাই তারা সেই অন্ধ লোকটিকে আবার বললেন, "তুমি তার সম্পর্কে কী বলো? তোমার চোখ তো সে-ই খুলে দিয়েছে।" সে বললো, "তিনি একজন নবি।"

১৮ইহুদিরা লোকটির বাবা-মাকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত বিশ্বাস করলো না যে, লোকটি আগে অন্ধ ছিলো
এবং এখন দেখতে পাচ্ছে। ১৯তারা তাদের জিজ্ঞেস করলো, "এ কি তোমাদের ছেলে, যে অন্ধ হয়ে জন্মেছিলো? তাহলে
এখন সে কীভাবে দেখতে পাচ্ছে?" ২০তার বাবা-মা উত্তর দিলেন, "আমরা জানি এ আমাদের ছেলে এবং এ অন্ধ হয়ে
জন্মেছিলো। ২১কিন্তু আমরা জানি না যে, সে কীভাবে এখন দেখতে পাচ্ছে; এবং এ-ও জানি না যে, কে তার চোখ খুলে
দিয়েছেন। তাকে জিজ্ঞেস করুন, সে প্রাপ্তবয়স্ক। সে নিজের কথা নিজেই বলবে।"

২২ইহুদিদের ভয়ে তার বাবামা একথা বললেন।

কারণ ইহুদিরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো যে, যে কেউ হযরত ইসাকে মসিহ বলে স্বীকার করবে, তাকে সিনাগোগ থেকে
বের করে দেয়া হবে। ২৩আর তাই তার বাবা-মা বললেন, "সে প্রাপ্তবয়স্ক, তাকেই জিজ্ঞেস করুন।" ২৪সুতরাং যে-
লোকটি আগে অন্ধ ছিলো, তারা দ্বিতীয়বার তাকে ডাকলো এবং বললো, "আল্লাহর প্রশংসা করো! আমরা জানি যে,
সেই লোকটি গুনাহগার।" ২৫সে উত্তর দিলো, "তিনি একজন গুনাহগার কিনা তা আমি জানি না কিন্তু একটি বিষয় আমি
জানি যে, আমি অন্ধ ছিলাম এবং এখন দেখতে পাচ্ছি।"

২৬তারা তাকে বললো, "সে তোমাকে কী করেছে? কীভাবে সে তোমার চোখ খুলে দিয়েছে?" ২৭সে তাদের উত্তর
দিলো, "আমি আপনাদের বলেছি এবং আপনারা শুনছেন না। আপনারা আবার শুনতে চান কেনো? আপনারাও কি তাঁর
সাহাবি হতে চান?" ২৮তখন তারা তাকে গালি দিয়ে বললো, "তুই তার সাহাবি কিন্তু আমরা হযরত মুসা আ.র উম্মত।
২৯আমরা জানি যে, আল্লাহ মুসার সাথে কথা বলেছেন কিন্তু এই লোক কোথা থেকে এসেছে তা আমরা জানি না।"

৩০লোকটি উত্তর দিলো, "খুবই আশ্চর্যের বিষয়! আপনারা জানেন না তিনি কোথা থেকে এসেছেন অথচ তিনিই
আমার চোখ খুলে দিয়েছেন। ৩১আমরা জানি যে, আল্লাহ গুনাহগারদের কথা শোনেন না কিন্তু যে তাঁর এবাদত করে ও
তাঁর বাধ্য হয়, তার কথা শোনেন। ৩২দুনিয়ার শুরু থেকে একথা কখনো শোনা যায়নি যে, কেউ কোনো জন্মান্ধের চোখ
খুলে দিয়েছে। ৩৩যদি এই লোক আল্লাহর কাছ থেকে না এসে থাকেন, তাহলে তিনি কিছুই করতে পারতেন না।" ৩৪তারা
তাকে উত্তর দিলো, "একেবারে গুনাহর মধ্যে তোর জন্ম হয়েছে, আর তুই আমাদের শিক্ষা দিতে চাচ্ছিস?" এবং তারা
তাকে বাইরে বের করে দিলো।

৩৫হযরত ইসা আ. শুনলেন যে, তারা তাকে বের করে দিয়েছে এবং তিনি যখন তাকে পেলেন, তখন বললেন, "তুমি
কি ইবনুল-ইনসানের ওপর ইমান এনেছো?" ৩৬সে উত্তর দিলো, "হুজুর, তিনি কে? আমাকে বলুন, যেনো আমি তাঁর
ওপর ইমান আনতে পারি।"

৩৭হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "তুমি তাঁকে দেখেছো এবং যিনি তোমার সাথে কথা বলছেন, তিনিই ইবনুল-
ইনসান।" ৩৮সে বললো, "হুজুর, আমি ইমান এনেছি।" এবং সে নিচু হয়ে তাঁর পায়ে পড়ে তাঁকে সালাম করলো।

৩৯হযরত ইসা আ. বললেন, "আমি এই দুনিয়ায় বিচার নিয়ে এসেছি, যেনো যারা দেখতে না পায়, তারা দেখতে
পায় এবং যারা দেখতে পায়, তারা অন্ধ হয়ে যায়।" ৪০কয়েকজন ফরিসি তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে থেকে একথা শুনলেন এবং
তাঁকে বললেন, "নিশ্চয়ই আমরা অন্ধ নই?" ৪১হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "যদি তোমরা অন্ধ হতে, তাহলে
তোমাদের গুনাহ হতো না। যেহেতু তোমরা বলো যে, 'আমরা দেখতে পাই,' তাই তোমাদের গুনাহ রয়েছে।

রুকু ১০

১আমি তোমাদের সত্যি সত্যিই বলছি, যে কেউ দরজা দিয়ে না ঢুকে অন্য উপায়ে ভেড়ার খোঁয়াড়ে ঢোকে, সে চোর ও ডাকাত। ২যে দরজা দিয়ে ঢোকে, সে হচ্ছে ভেড়ার রাখাল। ৩দারোয়ান তাকে দরজা খুলে দেয় এবং ভেড়াগুলো তার আওয়াজ চেনে। সে তার নিজের ভেড়াগুলোকে নাম ধরে ডাকে এবং বাইরে নিয়ে যায়।

৪তার নিজের সবগুলোকে বাইরে নিয়ে যাবার পর সে তাদের আগে আগে চলে এবং ভেড়াগুলো তার পেছনে পেছনে যায়, কারণ তারা তার আওয়াজ চেনে। ৫তারা অপরিচিত কারো পেছনে যাবে না বরং তার কাছ থেকে পালিয়ে যাবে, কারণ তারা অপরিচিত লোকের আওয়াজ চেনে না।” ৬হযরত ইসা আ. দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তাদের সাথে কথা বললেন কিন্তু তারা বুঝলেন না তিনি তাদের কী বলছেন।

৭তাই আবার তিনি তাদের বললেন, “আমি সত্যি সত্যিই তোমাদের বলছি, আমিই ভেড়ার খোঁয়াড়ের দরজা। ৮আমার আগে যারা এসেছিলো তারা সবাই ছিলো চোর ও ডাকাত কিন্তু ভেড়াগুলো তাদের কথা শোনেনি। ৯আমিই দরজা। যে আমার মধ্য দিয়ে ভেতরে আসে সে নাজাত পাবে, সে আমার মধ্য দিয়ে ভেতরে আসবে ও বাইরে যাবে এবং খাবার পাবে। ১০চোর আসে কেবল চুরি, হত্যা ও ধ্বংস করতে। আমি এসেছি যেনো তারা জীবন পায় এবং সেই জীবন উপচে পড়ে।

১১আমিই উত্তম রাখাল। উত্তম রাখাল ভেড়াগুলোর জন্য তার জীবন দেয়। ১২বেতনভোগী রাখাল ভেড়ার মালিক নয়; বাঘ আসতে দেখলে সে পালিয়ে যায় এবং বাঘ ভেড়াগুলোকে ধরে নিয়ে যায় এবং ক্ষতবিক্ষত করে। ১৩বেতনভোগী রাখাল পালিয়ে যায়, কারণ সে ভেড়াগুলোর যত্ন নেয় না।

১৪আমি উত্তম রাখাল। আমি নিজেরগুলো চিনি এবং তারা আমাকে চেনে। ১৫যেভাবে প্রতিপালক আমাকে জানেন, সেভাবে আমিও তাঁকে জানি। আমি ভেড়াগুলোর জন্য আমার জীবন দেই। ১৬আমার আরো ভেড়া আছে, যারা এই দলের মধ্যে নেই। তাদেরও আমাকে আনতে হবে এবং তারা আমার কথা শুনবে, যেনো সব মিলে একটি দল হয় এবং একজন রাখাল হয়। ১৭এজন্যই প্রতিপালক আমাকে মহব্বত করেন, কারণ আমি আমার জীবন দেই, যেনো আবার তা গ্রহণ করতে পারি। ১৮কেউ আমার কাছ থেকে তা নেয় না কিন্তু আমি নিজের ইচ্ছায় তা দেই। এটি দিয়ে দেবার ক্ষমতা এবং আবার নিয়ে নেবার ক্ষমতা আমার আছে। এই হুকুম আমি আমার প্রতিপালকের কাছ থেকে পেয়েছি।”

১৯এসব কথার জন্য ইহুদিদের মধ্যে আবার মতভেদ দেখা দিলো। ২০তাদের অনেকে বললো, “এর মধ্যে ভূত আছে এবং সে পাগল হয়ে গেছে। কেনো তার কথা শুনবো?” ২১অন্যেরা বললো, “এসব কোনো ভূতে পাওয়া মানুষের কথা নয়। কোনো ভূত কি অন্ধের চোখ খুলে দিতে পারে?”

২২সেই সময়টা ছিলো জেরুসালেমে ইদুল-তাশদিদের সময়। তখন শীতকাল ছিলো। ২৩এবং হযরত ইসা আ. বায়তুল-মোকাদ্দসের সোলায়মান নামের বারান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। ২৪ইহুদিরা তাঁর চারপাশে জমা হয়ে বললো, “আর কতো দিন আমাদের সন্দেহের মধ্যে রাখবেন? যদি আপনি মসিহ হন, তাহলে আমাদের সোজাসুজি বলুন।” ২৫হযরত ইসা আ. উত্তর দিলেন, “আমি তোমাদের বলেছি কিন্তু তোমরা ইমান আনোনি। আমি আমার প্রতিপালকের নামে যেসব কাজ করি, সেগুলো আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়; ২৬কিন্তু তোমরা ইমান আনো না, কারণ তোমরা পালের মধ্যে নও। ২৭আমার ভেড়াগুলো আমার কথা শোনে। আমি তাদের চিনি এবং তারা আমাকে চেনে। আমি তাদের আল্লাহর সান্নিধ্যে নিয়ে যাই, ২৮এবং তারা কখনো ধ্বংস হবে না। কেউই তাদেরকে আমার হাত থেকে কেড়ে নিতে পারবে না।

২৯আমার প্রতিপালক আমাকে যা দিয়েছেন তা সব থেকে মহান এবং কেউই তা তাঁর হাত থেকে কেড়ে নিতে পারে না। ৩০আমার প্রতিপালক এবং আমি, আমরা এক।"

৩১ইহুদিরা আবারো তাঁকে পাথর মারতে চাইলো। ৩২হযরত ইসা আ. উত্তর দিলেন, "আমি প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের অনেক ভালো কাজ দেখিয়েছি। সেগুলোর কোনটার জন্য তোমরা আমাকে পাথর মারতে চাও?" ৩৩ইহুদিরা উত্তর দিলো, "ভালো কাজের জন্য নয়, বরং তোমার কুফরির জন্যই আমরা তোমাকে পাথর মারতে যাচ্ছি। তুমি একজন সাধারণ মানুষ হয়ে নিজেকে আল্লাহর সমান করে তুলছো।"

৩৪হযরত ইসা আ. উত্তর দিলেন, "তোমাদের কিতাবে কি একথা লেখা নেই যে, 'আমি বলছি, তোমরা আল্লাহ?' ৩৫আল্লাহর কালাম যাদের কাছে এসেছিলো, তাদের যদি 'আল্লাহ' বলা হয়, তাহলে পূর্বের কিতাব তো বাদ দেয়া যায় না। ৩৬প্রতিপালক যাকে পবিত্র করেছেন এবং এই দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন, তিনি নিজেকে 'আমিই আল্লাহর একান্ত প্রিয় মনোনীতজন' বলায় তোমরা কেনো বলছো তিনি কুফরি করছেন?

৩৭যদি আমি আমার প্রতিপালকের কাজ না করি, তাহলে আমার ওপর ইমান এনো না। ৩৮কিন্তু যদি আমি সেগুলো করি, আমার ওপর ইমান না আনলেও কাজগুলোর ওপর ইমান আনো, যেনো জানতে ও বুঝতে পারো যে, প্রতিপালক আমার মধ্যে আছেন এবং আমি প্রতিপালকের মধ্যে আছি।"

৩৯তারা আবারো তাঁকে গ্রেফতার করতে চেষ্টা করলো কিন্তু তিনি তাদের হাত থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন। ৪০আবার তিনি জর্দান পার হয়ে যেখানে হযরত ইয়াহিয়া আ. বায়াত দিতেন, সেখানে চলে গেলেন এবং সেখানেই থাকলেন। ৪১অনেকে তাঁর কাছে এলো এবং বলতে লাগলো, "হযরত ইয়াহিয়া আ. কোনো মোজেজা দেখাননি কিন্তু এই লোক সম্পর্কে তিনি যা যা বলেছিলেন তার সবই সত্য।" ৪২এবং সেখানে অনেকে তাঁর ওপর ইমান আনলো।

রুকু ১১

১বেথানিয়া গ্রামের লাসার নামে এক লোকের অসুখ হয়েছিলো। মরিয়ম ও তার বোন মার্থা সেই একই গ্রামে থাকতেন। ২ইনি সেই মরিয়ম, যিনি সুগন্ধি তেল দিয়ে মসিহকে অভিষেক করেছিলেন এবং নিজের চুল দিয়ে তাঁর পা মুছে দিয়েছিলেন। তারই ভাই লাসার অসুস্থ ছিলেন। ৩সুতরাং লাসারের বোনেরা ইসার কাছে খবর পাঠালেন, "হুজুর, আপনি যাকে মহব্বত করেন তিনি অসুস্থ। ৪কিন্তু হযরত ইসা আ. একথা শুনে বললেন, "এই অসুখ মৃত্যুর জন্য নয় বরং আল্লাহর মহিমা প্রকাশের জন্য হয়েছে, যেনো এর মাধ্যমে তাঁর একান্ত প্রিয় মনোনীতজনও মহিমান্বিত হন।"

৫যদিও হযরত ইসা আ. মার্থা ও তার বোন এবং লাসারকে মহব্বত করতেন, ৬তবুও লাসারের অসুখের খবর পেয়েও তিনি যেখানে ছিলেন, সেখানে আরো দু'দিন থাকলেন। ৭এরপর তিনি তাঁর হাওয়ারিদের বললেন, "চলো, আমরা আবার ইহুদিয়াতে যাই।" ৮হাওয়ারিরা তাঁকে বললেন, "হুজুর, এই ক'দিন আগে ইহুদিরা আপনাকে পাথর মারতে চেয়েছিলো, আর আপনি এখন আবার সেখানে যাবেন?" ৯হযরত ইসা আ. উত্তর দিলেন, "দিনের আলো কি বারো ঘন্টা থাকে না?

যারা দিনে চলাফেরা করে, তারা হোঁচট খায় না, কারণ তারা দুনিয়ার আলো দেখে। ১০কিন্তু যারা রাতে চলাফেরা করে, তারা হোঁচট খায়, কারণ তাদের মধ্যে আলো নেই।"

১১এসব বলার পর তিনি তাদের বললেন, "আমাদের বন্ধু লাসার ঘুমিয়ে পড়েছে কিন্তু আমি তাকে জাগাতে যাচ্ছি।" ১২হাওয়ারিরা তাঁকে বললেন, হুজুর, যদি ঘুমিয়েই থাকে, তাহলে সে ভালো হয়ে যাবে।" ১৩হযরত ইসা আ. তার মৃত্যুর কথা বলছিলেন কিন্তু তারা মনে করলেন যে, তিনি স্বাভাবিক ঘুমের কথা বলছেন।

১৪তখন হযরত ইসা আ. তাদের পরিষ্কার করে বললেন, "লাসার মারা গেছে। ১৫তোমাদের জন্য আমি আনন্দিত, কারণ আমি সেখানে ছিলাম না, যেনো তোমরা ইমান আনতে পারো। কিন্তু এখন চলো, আমরা তার কাছে যাই।" ১৬থোমা, যাকে যমজ বলা হতো, অন্য হাওয়ারিদের বললেন, "চলো, আমরাও যাই, যেনো তার সাথে মরতে পারি।"

১৭হযরত ইসা আ. সেখানে পৌঁছে জানতে পারলেন যে, লাসারকে চার দিন আগে দাফন করা হয়েছে। ১৮,১৯জেরুসালেম থেকে বেথানিয়া প্রায় দু'মাইল দূরে ছিলো। মার্থা ও মরিয়মের ভাইয়ের মৃত্যুতে তাদের সান্ত্বনা দেবার জন্য ইহুদিরা অনেকেই এসেছিলো। ২০মার্থা যখন শুনলেন যে, হযরত ইসা আ. আসছেন, তখন তিনি গিয়ে তাঁর সাথে দেখা করলেন; এ-সময় মরিয়ম ঘরের ভেতরেই রইলেন। ২১মার্থা হযরত ইসা আ.কে বললেন, "হুজুর, আপনি যদি এখানে থাকতেন, তাহলে আমার ভাই মারা যেতো না। ২২কিন্তু আমি এখনো জানি, আপনি আল্লাহর কাছে যা চাবেন, তিনি তা দেবেন।"

২৩হযরত ইসা আ. তাঁকে বললেন, "তোমার ভাই আবার উঠবে।" ২৪মার্থা তাঁকে বললেন, "আমি জানি যে, কেয়ামতের দিনে সে আবার উঠবে।" ২৫হযরত ইসা আ. তাঁকে বললেন, "আমিই পুনরুত্থান ও জীবন। যারা আমার ওপর ইমান আনে, তারা মরলেও জীবিত হবে। ২৬এবং যে কেউ জীবিত আছে ও আমার ওপর ইমান আনে, সে মরবে না। তুমি কি এতে বিশ্বাস করো?" ২৭তিনি তাঁকে বললেন, "হ্যাঁ, হুজুর। আমি বিশ্বাস করি, দুনিয়াতে যাঁর আসার কথা, আপনিই সেই মসিহ– আল্লাহর একান্ত প্রিয় মনোনীতজন।"

২৮একথা বলার পর মার্থা চলে গেলেন। তিনি তার বোন মরিয়মকে ডেকে গোপনে বললেন, "ওস্তাদ এখানে এসেছেন এবং তোমাকে ডাকছেন।" ২৯তিনি একথা শুনে তাড়াতাড়ি করে তাঁর কাছে গেলেন। ৩০হযরত ইসা আ. তখনো গ্রামের ভেতরে আসেননি, মার্থা তাঁর সাথে যেখানে দেখা করেছিলেন, সেখানেই থেকে গিয়েছিলেন।

৩১যে ইহুদিরা তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য তার ঘরে এসেছিলো, মরিয়মকে তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে যেতে দেখে তারা তার পেছনে পেছনে গেলো; কারণ তারা মনে করলো যে, তিনি কবরের কাছে কাঁদতে যাচ্ছেন। ৩২ইসা যেখানে ছিলেন, মরিয়ম সেখানে এসে তাঁকে দেখে তাঁর পায়ে পড়ে বললেন, "হুজুর, আপনি যদি এখানে থাকতেন, তাহলে আমার ভাই মারা যেতো না।"

৩৩হযরত ইসা আ. মরিয়মকে ও তাঁর সাথে যে ইহুদিরা এসেছিলো, তাদের কাঁদতে দেখে অন্তরে খুবই দুঃখিত ও ভীষণভাবে অস্থির হলেন। ৩৪তিনি বললেন, "তাকে কোথায় রেখেছো?" তারা তাঁকে বললো, "হুজুর, এসে দেখুন।"

৩৫হযরত ইসা আ. কাঁদতে লাগলেন। ৩৬এতে ইহুদিরা বললো, "দেখো, তিনি তাকে কতো মহব্বত করতেন!" ৩৭কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ বললো, "যিনি অন্ধ মানুষের চোখ খুলে দিয়েছেন, তিনি কি এই লোকের মৃত্যু আটকাতে পারতেন না?"

৩৮তখন হযরত ইসা আ. আবার অন্তরে খুবই দুঃখিত হয়ে কবরের কাছে এলেন। কবরটা ছিলো একটি গুহা এবং
মুখটা ছিলো পাথর দিয়ে বন্ধ করা। ৩৯হযরত ইসা আ. বললেন, "পাথরটা সরিয়ে দাাও।" মৃত লোকটির বোন মার্থা
বললেন, "হুজুর, এখন দুর্গন্ধ হয়ে গেছে, কারণ আজ চার দিন হয় তার মৃত্যু হয়েছে।" হযরত ইসা আ. তাকে বললেন,
"আমি কি তোমাকে বলিনি যে, যদি তুমি বিশ্বাস করো, তাহলে আল্লাহর মহিমা দেখতে পাবে?"

৪১তাই তারা পাথরটা সরিয়ে ফেললো এবং হযরত ইসা আ. ওপরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "হে আমার প্রতিপালক,
আমার কথা শুনেছো বলে তোমার শুকরিয়া আদায় করি। ৪২আমি জানি, তুমি সব সময়ই আমার দোয়া কবুল করে
থাকো; কিন্তু আমার চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের জন্য একথা বললাম, যেনো তারা বিশ্বাস করতে পারে যে, তুমিই
আমাকে পাঠিয়েছো।"

৪৩একথা বলার পর তিনি জোরে ডাক দিয়ে বললেন, "লাসার, বেরিয়ে এসো!" ৪৪মৃত মানুষটি বেরিয়ে এলেন।
তার হাত ও পা কাপড়ের ফিতে দিয়ে পেঁচানো এবং তার মুখে একটি রুমাল বাঁধা ছিলো। হযরত ইসা আ. তাদের
বললেন, "তার বাঁধন খুলে দিয়ে তাকে যেতে দাও।" ৪৫যে ইহুদিরা মরিয়মের সাথে এসেছিলো, ৪৬তাদের অনেকে ইসার
কাজ দেখে তাঁর ওপর ইমান আনলো; কিন্তু তাদের কয়েকজন ফরিসিদের কাছে গিয়ে যা ঘটেছে তা জানালো।

৪৭তখন প্রধান ইমামেরা ও ফরিসিরা পরিষদের সভা ডাকলেন এবং বললেন, "আমাদের কী করা উচিত? এই
লোকটি অনেক মোজেজা দেখাচ্ছে। ৪৮আমরা যদি তাকে এভাবে চলতে দেই, তাহলে সবাই তার ওপর ইমান আনবে
এবং রোমীয়রা এসে আমাদের পবিত্র জায়গা ও জাতিকে ধ্বংস করে দেবে।"

৪৯কিন্তু তাদের মধ্যে কাইয়াফা নামে একজন ওই বছর প্রধান ইমাম ছিলেন।

৫০তিনি বললেন, তোমরা কিছুই জানো না! তোমরা বোঝো না যে, গোটা জাতি ধ্বংস হওয়ার চেয়ে সব মানুষের হয়ে
একজনের মৃত্যু ভালো।" ৫১তিনি নিজ থেকে একথা বলেননি কিন্তু ওই বছর প্রধান ইমাম হওয়ার কারণে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী
করলেন যে, হযরত ইসা আ. জাতির জন্য মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছেন; ৫২তবে শুধু এই জাতির জন্য নয় কিন্তু আল্লাহর
যেসব প্রিয় বান্দা চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে তাদের জন্যও, যেনো তাদের এক করতে পারেন।

৫৩তাই সেদিন থেকেই তারা তাঁকে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করতে লাগলেন। অতঃপর হযরত ইসা আ. আর
খোলাখুলিভাবে ইহুদিদের মধ্যে চলাফেরা করলেন না ৫৪কিন্তু মরুপ্রান্তরের কাছাকাছি এলাকায় ইফ্রাইম নামে এক শহরে
চলে গেলেন এবং তাঁর হাওয়ারিদের সাথে সেখানেই থাকলেন।

৫৫ইহুদিদের ইদুল-ফেসাখ কাছে এসে পড়ায় দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকেরা জেরুসালেমে গেলো, যেনো
ইদের আগে তারা পাকসাফ হতে পারে। ৫৬তারা হযরত ইসা আ.-র খোঁজ করছিলো এবং বায়তুল-মোকাদ্দসে দাঁড়িয়ে
একে অন্যকে জিজ্ঞেস করছিলো, "তোমার কী মনে হয়? নিশ্চয়ই তিনি ইদে আসবেন না, তাই না?" ৫৭প্রধান ইমামেরা
ও ফরিসিরা এই হুকুম দিয়েছিলেন যে, কেউ যদি জানে হযরত ইসা আ. কোথায় আছেন, তাহলে তাদের জানাতে হবে,
যেনো তারা তাঁকে ধরতে পারেন।

রুকু ১২

১ইদুল-ফেসাখের ছয়দিন আগে হযরত ইসা আ. বেথানিয়ায় লাসারের বাড়িতে এলেন। এই লাসারকেই তিনি মৃত থেকে জীবিত করে তুলেছিলেন। ২সেখানে তারা তাঁর খাবারের আয়োজন করলেন। মার্থা মেহমানদারি করছিলেন এবং অন্যান্যদের সাথে লাসারও টেবিলে খেতে বসেছিলেন।

৩মরিয়ম আধা কেজি খুব দামি ও খাঁটি সুগন্ধি তেল নিয়ে হযরত ইসা আ.র পায়ে ঢেলে দিলেন এবং তাঁর চুল দিয়ে তা মুছে দিলেন। তেলেন সুগন্ধে সারা ঘর ভরে গেলো। ৪কিন্তু হাওয়ারিদের একজন– সেই ইহুদা ইস্কারিয়োত, যিনি তাঁর সাথে বেইমানি করেছিলেন– বললেন, ৫"কেনো এই তেল তিনশো দিনারে বিক্রি করে টাকাটা গরিবদের দেয়া হলো না?"

৬গরিবদের প্রতি তার মহব্বতের কারণে যে তিনি একথা বললেন তা নয়, বরং তিনি ছিলেন চোর। সাধারণ তহবিল তার কাছে থাকতো এবং তিনি সেখান থেকে চুরি করতেন। ৭হযরত ইসা আ. বললেন, "তাকে কষ্ট দিয়ো না, সে এটি কিনেছে, যেনো আমাকে দাফন করার দিনের জন্য তা রাখতে পারে। ৮তোমরা সব সময়ই গরিবদের পাবে কিন্তু আমাকে সব সময় পাবে না।"

৯যখন ইহুদিদের বিশাল এক জনতা জানতে পারলো যে, তিনি সেখানে আছেন, তখন তারা যে শুধু হযরত ইসা আ.কে দেখতে এলো তা নয় কিন্তু যে লাসারকে তিনি মৃত থেকে জীবিত করেছিলেন, তাকেও দেখতে এলো। ১০তাই প্রধান ইমামেরা লাসারকেও মেরে ফেলার পরিকল্পনা করলেন; ১১কারণ তার জন্যই অনেক ইহুদি দল ছেড়ে চলে যাচ্ছিলো এবং ইসার ওপর ইমান আনছিলো।

১২পরদিন ইদে উপস্থিত বিশাল এক জনতা জানতে পারলো যে, হযরত ইসা আ. জেরুসালেমে আসছেন। ১৩তাই তারা খেঁজুর গাছের ডাল নিয়ে তাঁর সাথে দেখা করতে গেলো এবং চিৎকার করে বলতে লাগলো, "হোশান্না! তিনি রহমতপ্রাপ্ত, যিনি আল্লাহর নামে আসছেন– তিনি ইস্রাইলের বাদশা!"

১৪হযরত ইসা আ. একটি বাচ্চা-গাধা পেয়ে তার ওপরে বসলেন। ১৫পূর্বের কিতাবে যেমন লেখা আছে– "হে সিয়োন-কন্যা, ভয় করো না। দেখো, বাচ্চা-গাধায় চড়ে তোমার বাদশা আসছেন!" ১৬প্রথমে তাঁর হাওয়ারিরা এর অর্থ বোঝেননি কিন্তু তিনি মহিমান্বিত হওয়ার পর তাদের স্মরণ হলো যে, এই সবই তাঁর বিষয়ে লেখা হয়েছিলো এবং তাঁর প্রতিই ঘটেছিলো।

১৭তিনি লাসারকে মৃত থেকে জীবিত করে যখন কবর থেকে ডেকে বের করেছিলেন, তখন যারা তাঁর সাথে ছিলো, তারা সাক্ষ্য দিতেই থাকলো। ১৮তিনি চিহ্ন হিসেবে এই মোজেজা দেখিয়েছেন শুনে অনেক লোক তাঁর সাথে দেখা করতে গেলো। ১৯ফরিসিরা একে অন্যকে বলতে লাগলেন, "আপনারা দেখছেন, আপনারা কিছুই করতে পারবেন না। দেখুন, সারা দুনিয়া তার পেছনে চলে গেছে!"

২০ইদের সময় যারা এবাদত করতে গিয়েছিলো, তাদের মধ্যে কয়েকজন গ্রিকও ছিলো।

২১তারা গালিলের বেতসাইদা গ্রামের ফিলিপের কাছে এসে বললো, "জনাব, আমরা হযরত ইসা আ.র সাথে দেখা করতে চাই।" ২২ হযরত ফিলিপ র. গিয়ে হযরত আন্দ্রিয়ান রা.কে বললেন, তারপর হযরত আন্দ্রিয়ান রা. ও ফিলিপ গিয়ে হযরত ইসা আ.কে বললেন।

২৩হযরত ইসা আ. তাদের উত্তর দিলেন, "ইবনুল-ইনসানের মহিমান্বিত হওয়ার সময় এসেছে। ২৪আমি তোমাদের
সত্যিই বলছি, একটি গমের দানা মাটিতে না পড়লে এবং না মরলে একটি দানাই থাকে কিন্তু যদি মরে, তাহলে অনেক
ফল দেয়। ২৫যে নিজের জীবন ভালোবাসে, সে তা হারাবে; কিন্তু যে এই দুনিয়াতে নিজের জীবনকে ঘৃণা করে, সে
চিরদিনের জন্য তা রক্ষা করবে। ২৬যে আমার খেদমত করে, সে অবশ্যই আমার পেছনে আসবে এবং আমি যেখানে
থাকি, আমার খেদমতকারীও সেখানে থাকবে। যে আমার খেদমত করবে, প্রতিপালক তাকে সম্মানিত করবেন।

২৭এখন আমার প্রাণ অস্থির হচ্ছে। আমি কি বলবো– 'হে প্রতিপালক, এই সময় থেকে আমাকে উদ্ধার করো'? না,
এজন্যই তো আমি এই সময় পর্যন্ত এসেছি। ২৮হে প্রতিপালক, তোমার নাম মহিমান্বিত করো।" অতঃপর আসমান
থেকে এই বাণী শোনা গেলো, "আমি তা মহিমান্বিত করেছি এবং আবার মহিমান্বিত করবো।" ২৯যে জনতা সেখানে
দাঁড়িয়েছিলো, তারা তা শুনলো এবং বললো, "এটি মেঘের গর্জন ছিলো।" অন্যরা বললো, "একজন ফেরেস্তা তাঁর সাথে
কথা বলেছেন।" ৩০হযরত ইসা আ. উত্তর দিলেন, "এই বাণী তোমাদের জন্য এসেছে, আমার জন্য নয়। ৩১এখন
দুনিয়ার বিচার হবে। এই দুনিয়ার বাদশাকে বাইরে ফেলে দেয়া হবে।

৩২এবং আমাকে যখন মাটি থেকে ওপরে তোলা হবে, তখন আমি সব মানুষকে আমার কাছে আকর্ষণ করবো।"
৩৩তিনি যে কীভাবে ইন্তেকাল করবেন তা বোঝানোর জন্য একথা বললেন।

৩৪জনতা তাঁকে উত্তর দিলো, "আমরা পূর্বের কিতাবে শুনেছি যে, মসিহ চিরদিন থাকবেন। আপনি কীভাবে বলেন
যে, ইবনুল-ইনসানকে উঁচুতে তোলা হবে? কে এই ইবনুল-ইনসান?" ৩৫হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "আরো
কিছুদিন আলো তোমাদের সাথে থাকবে।

আলো তোমাদের কাছে থাকতে থাকতেই চলাফেরা করো, যেনো অন্ধকার তোমাদের জয় করতে না পারে। ৩৬যদি
তোমরা অন্ধকারে চলো, তাহলে জানবে না যে, কোথায় যাচ্ছো। তোমাদের কাছে আলো থাকতে থাকতে আলোর ওপর
ইমান আনো, যেনো তোমরা আলোর সন্তান হতে পারো।" হযরত ইসা আ. একথা বলার পর গোপনে তাদের কাছ
থেকে চলে গেলেন।

৩৭যদিও তিনি তাদের সামনে চিহ্ন হিসেবে অনেক মোজেজা দেখালেন, তবুও তারা তাঁর ওপর ইমান আনলো না।
৩৮এটি হলো যেনো হযরত ইসাইয়া নবির কথা পূর্ণ হয়– "হে আল্লাহ, কে আমাদের কথায় ইমান এনেছে এবং আল্লাহর
হাত কার কাছেই বা প্রকাশিত হয়েছে?" ৩৯তারা ইমান আনতে পারলো না, কারণ হযরত ইসাইয়া নবি আরো বলেছেন,
৪০"তিনি তাদের চোখ অন্ধ করে দিয়েছেন এবং তাদের মন কঠিন করেছেন, যেনো তারা চোখে না দেখে এবং অন্তরে
না বোঝে এবং না ফেরে, আর আমি তাদের সুস্থ করি।" ৪১হযরত ইসাইয়া নবি একথা বলেছেন, কারণ তিনি তাঁর মহিমা
দেখেছেন এবং তাঁর বিষয়ে কথা বলেছেন।

৪২তবুও শাসনকর্তাদের মধ্যে অনেকে তাঁর ওপর ইমান আনলেন কিন্তু ফরিসিরা হয়তো তাদের সিনাগোগ থেকে
বের করে দেবেন এই ভয়ে তারা তা স্বীকার করলেন না। ৪৩কারণ তারা আল্লাহর কাছ থেকে প্রশংসা পাওয়ার চেয়ে
মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা পাওয়াকে বেশি ভালোবাসতেন।

৪৪হযরত ইসা আ. জোরে জোরে বললেন, "যে আমার ওপর ইমান আনে, সে আমার ওপর নয় কিন্তু যিনি আমাকে
পাঠিয়েছেন, তাঁর ওপর ইমান আনে। ৪৫এবং যে আমাকে দেখে, যিনি আমাকে পাঠিছেন, সে তাঁকেই দেখে। ৪৬আমি
আলো, এই দুনিয়াতে এসেছি, যেনো যে কেউ আমার ওপর ইমান আনে, সে অন্ধকারে না থাকে।

৪৭যে আমার কথা শোনে অথচ তা পালন করে না, আমি তার বিচার করি না, কারণ আমি দুনিয়ার বিচার করতে আসিনি বরং নাজাত করতে এসেছি। ৪৮যে আমাকে এবং আমার কালাম গ্রহণ করে না, তার একজন বিচারক আছে। যে কালাম আমি প্রচার করেছি, কেয়ামতের দিন সেই কালামই তার বিচার করবে।

৪৯কারণ আমি নিজ থেকে কথা বলিনি। যে প্রতিপালক আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনিই আমাকে হুকুম দিয়েছেন যে, কী বলতে হবে এবং কী প্রকাশ করতে হবে। ৫০আর আমি জানি যে, তাঁর হুকুমই হচ্ছে তাঁর সান্নিধ্য লাভ করা। তাই আমি যা বলি, আমার প্রতিপালক আমাকে যেভাবে বলে দিয়েছেন, সেভাবেই বলি।”

রুকু ১৩

১ইদুল-ফেসাখের আগে হযরত ইসা আ. বুঝতে পারলেন যে, তাঁর এই দুনিয়া ছেড়ে প্রতিপালকের কাছে চলে যাবার সময় হয়ে গেছে। এই দুনিয়ায় তিনি যাদেরকে মহব্বত করেছিলেন, তাঁর সেই নিজের লোকদেরকে তিনি শেষ পর্যন্ত মহব্বত করে গেলেন।

২রাতের খাবারের সময় হলো। এর আগেই শয়তান ইহুদা ইবনে সিমোন ইস্কারিয়োতের মনে হযরত ইসা আ.র সাথে বেইমানি করার চিন্তা ঢুকিয়ে দিলো। ৩হযরত ইসা আ. জানতেন যে, আল্লাহ সবকিছুই তাঁর হাতে দিয়েছেন এবং তিনি আল্লাহর কাছ থেকে এসেছেন ও আল্লাহর কাছেই যাচ্ছেন। ৪তিনি টেবিল থেকে উঠলেন এবং ওপরের জামাটা খুলে রেখে কোমরে একটি গামছা বাঁধলেন। ৫একটি গামলায় পানি নিয়ে হাওয়ারিদের পা ধুয়ে এবং কোমরে জড়ানো গামছা দিয়ে তা মুছে দিতে লাগলেন।

৬তিনি হযরত সাফওয়ান পিতরের কাছে এলে তিনি বললেন, “হুজুর, আপনি কি আমার পা ধুয়ে দিতে যাচ্ছেন?” ৭হযরত ইসা আ. উত্তর দিলেন, “তুমি এখন জানো না আমি কী করছি কিন্তু পরে বুঝতে পারবে।” ৮হযরত পিতর রা. তাঁকে বললেন, “আপনি কখনো আমার পা ধোবেন না।” হযরত ইসা আ. উত্তর দিলেন, “আমি যদি তোমাকে না ধুই, তাহলে আমার সাথে তোমার কোনো অংশ নেই।” ৯হযরত সাফওয়ান পিতর তাঁকে বললেন, “হুজুর, শুধু আমার পা নয় কিন্তু আমার হাত এবং মাথাও ধুয়ে দিন!” ১০হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, “যে গোসল করেছে, তার পা ছাড়া আর কোনোকিছু ধোয়ার প্রয়োজন নেই, সে সম্পূর্ণ পাকসাফ। এবং তোমরা তো পাকসাফ আছো– যদিও তোমাদের সবাই নয়।”

১১তিনি জানতেন কে তাঁর সাথে বেইমানি করবে, এজন্যই তিনি একথা বললেন, “তোমাদের মধ্যে সকলে পাকসাফ নয়।”

১২তাদের পা ধুয়ে দেবার পর তিনি তাঁর জামাটা গায়ে দিলেন এবং তাঁর জায়গায় গিয়ে বসে তাদের বললেন, “আমি তোমাদের প্রতি যা করলাম তা কি তোমরা বুঝতে পেরেছো?” ১৩তোমরা আমাকে মালিক এবং ওস্তাদ বলে থাকো, আর তোমরা তা ঠিকই বলো, কারণ আমি তা-ই। ১৪যদি আমি তোমাদের মালিক এবং ওস্তাদ হয়ে তোমাদের পা ধুয়ে দেই, তাহলে তোমাদেরও উচিত একে অন্যের পা ধুয়ে দেয়া। ১৫আমি তোমাদের সামনে একটি দৃষ্টান্ত রাখলাম, যেনো আমি যা করলাম, তোমরাও তা করো।

১৬আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, গোলাম তার মালিকের চেয়ে বড়ো নয়; যাকে পাঠানো হয় সে প্রেরকের চেয়ে বড়ো নয়। ১৭তোমরা রহমতপ্রাপ্ত, যদি তোমরা এসব জানো ও করো। ১৮আমি তোমাদের সবার কথা বলছি না; আমি

জানি আমি কাদের বেছে নিয়েছি। কিন্তু পূর্বের কিতাবের কথা অবশ্যই পূর্ণ হবে, 'এমন একজন রয়েছে, যে আমার রুটি খাচ্ছে, সে আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে।' ১৯এসব ঘটার আগেই আমি তোমাদের বললাম, যেনো যখন এসব ঘটবে, তখন তোমরা বিশ্বাস করতে পারো যে, আমিই তিনি।

২০আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, আমি যাদের পাঠাই, তাদের একজনকে যে গ্রহণ করে, সে আমাকে গ্রহণ করে এবং যে আমাকে গ্রহণ করে, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, সে তাঁকেই গ্রহণ করে।" ২১একথা বলার পর হযরত ইসা আ. অন্তরে অস্থির হলেন এবং বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি সত্যিই বলছি, তোমাদের মধ্যে একজন আমার সাথে বেইমানি করবে।" ২২হাওয়ারিরা একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগলেন; বুঝতে পারলেন না যে, তিনি কার কথা বলছেন।

২৩তাঁর এক হাওয়ারি– যাকে হযরত ইসা আ. মহব্বত করতেন– তাঁর পাশেই বসেছিলেন। ২৪হযরত সাফওয়ান পিতর তাঁকে বললেন, যেনো তিনি হযরত ইসা আ.কে জিজ্ঞেস করেন যে, তিনি কার বিষয়ে বলছেন। ২৫তাই তিনি হযরত ইসা আ.-র দিকে ঝুঁকে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "হুজুর, সে কে?"

২৬হযরত ইসা উত্তর দিলেন, "এই রুটির টুকরো পাত্রে ডুবিয়ে আমি যাকে দেবো, সে-ই সে।" তিনি রুটি ডুবিয়ে ইহুদা ইবনে সিমোন ইস্কারিয়োতকে দিলেন।

২৭রুটির টুকরো নেবার পর শয়তান তার ভেতরে ঢুকলো। হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "যা করতে যাচ্ছো তা তাড়াতাড়ি করো।" ২৮টেবিলে যারা বসেছিলেন, তারা কেউ জানতেন না যে, তিনি কেনো তাকে একথা বলছেন। ২৯কেউ কেউ মনে করলেন, যেহেতু তহবিল ইহুদার কাছে রয়েছে, তাই তিনি তাকে বলছেন, 'ইদে আমাদের যা লাগবে তা কিনে আনো'; অথবা হয়তো গরিবদের কিছু দিতে বলছেন। ৩০রুটির টুকরো নেবার পর সাথে সাথেই তিনি বাইরে চলে গেলেন। তখন ছিলো রাত।

৩১তিনি বাইরে চলে যাবার পর হযরত ইসা আ. বললেন, "ইবনুল-ইনসান এখন মহিমান্বিত হয়েছেন এবং আল্লাহ তাঁর মধ্য দিয়ে মহিমান্বিত হয়েছেন। ৩২যদি আল্লাহ তাঁর মধ্য দিয়ে মহিমান্বিত হয়ে থাকেন, তাহলে আল্লাহও তাঁকে মহিমান্বিত করবেন এবং এখনই মহিমান্বিত করবেন।

৩৩আমার সন্তানেরা, আমি আর অল্প কিছুদিন তোমাদের সাথে আছি। তোমরা আমার খোঁজ করবে। আমি যেমন ইহুদিদের বলেছি, তেমনি তোমাদেরও বলছি, 'আমি যেখানে যাচ্ছি, তোমরা সেখানে আসতে পারো না। ৩৪আমি তোমাদের একটি নতুন হুকুম দিচ্ছি যে, তোমরা একজন অন্যজনকে মহব্বত করো। আমি যেভাবে তোমাদের মহব্বত করেছি, একইভাবে তোমাদেরও উচিত একে অন্যকে মহব্বত করা। ৩৫যদি তোমাদের একজনের জন্য অন্যজনের মহব্বত থাকে, তাহলে সবাই জানবে যে, তোমরা আমার উম্মত।"

৩৬হযরত সাফওয়ান পিতর তাঁকে বললেন, "হুজুর, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?" হযরত ইসা আ. উত্তর দিলেন, "আমি যেখানে যাচ্ছি, তোমরা এখন সেখানে যেতে পারো না কিন্তু পরে তোমরা আমার কাছে আসবে।" ৩৭হযরত পিতর রা. তাঁকে বললেন, "হুজুর, কেনো আমি এখনই আপনার সাথে যেতে পারবো না? আমি আপনার জন্য আমার জীবন দেবো।" ৩৮হযরত ইসা আ. উত্তর দিলেন, "তুমি কি আমার জন্য তোমার জীবন দেবে?

আমি তোমাকে সত্যিই বলছি, আজ মোরগ ডাকার আগেই তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার করবে।

রুকু ১৪

১তোমরা অন্তরে অস্থির হয়ো না। আল্লাহর ওপর ইমান রাখো, আমার ওপরও ইমান রাখো। ২আমার প্রতিপালকের কাছে থাকার অনেক জায়গা আছে। যদি না থাকতো, তাহলে কি আমি তোমাদের বলতাম যে, আমি তোমাদের জন্য জায়গা প্রস্তুত করতে যাচ্ছি? ৩এবং যদি আমি যাই আর তোমাদের জন্য জায়গা প্রস্তুত করি, আমি আবার ফিরে আসবো এবং তোমাদেরকে আমার কাছে নিয়ে যাবো, যেনো আমি যেখানে থাকি, তোমরাও সেখানে থাকতে পারো। ৪আর আমি যেখানে যাচ্ছি, সেখানে যাবার পথ তোমরা জানো।"

৫হযরত থোমা রা. তাঁকে বললেন, "হুজুর, আপনি কোথায় যাচ্ছেন তা আমরা জানি না, আমরা কীভাবে সেই পথ জানবো?" ৬হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "আমিই পথ, সত্য ও জীবন। আমার মধ্য দিয়ে না গেলে কেউই আল্লাহর কাছে আসতে পারে না। ৭যদি তোমরা আমাকে জানো, তাহলে আমার প্রতিপালককে জানবে। এখন থেকে তোমরা তাঁকে জানবে এবং তোমরা তাঁকে দেখেছো।"

৮হযরত ফিলিপ রা. তাঁকে বললেন, "হুজুর, প্রতিপালককে আমাদের দেখান, তাহলে আমরা সন্তুষ্ট হবো।" ৯হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "ফিলিপ, এতোদিন ধরে আমি তোমাদের সাথে সাথে আছি অথচ এখনো তুমি আমাকে চেনো না? যে আমাকে দেখেছে, সে প্রতিপালককে দেখেছে। ১০কীভাবে তুমি বলতে পারো যে, 'প্রতিপালককে আমাদের দেখান?' তুমি কি বিশ্বাস করো না যে, আমি প্রতিপালকের মধ্যে আছি এবং প্রতিপালক আমার মধ্যে আছেন? আমি যেকথা বলি তা আমার নিজের কথা নয় কিন্তু যিনি আমার মধ্যে আছেন, সেই প্রতিপালক তাঁর নিজের কাজ করেন। ১১আমার ওপর ইমান রাখো যে, আমি প্রতিপালকের মধ্যে আছি এবং প্রতিপালক আমার মধ্যে আছেন। কিন্তু তুমি যদি তা না করো, তবে কাজগুলোর জন্য আমার ওপর ইমান আনো।

১২আমি তোমাকে সত্যি সত্যিই বলছি, যে কেউ আমার ওপর ইমান আনে, আমি যে-কাজ করি সে তা করবে; এমনকি এর থেকেও মহৎ কাজ করবে, কারণ আমি প্রতিপালকের কাছে যাচ্ছি। ১৩তোমরা আমার নামে যা চাবে, আমি তা করবো, যেনো একান্ত প্রিয় মনোনীতজনের মাধ্যমে আল্লাহ মহিমান্বিত হন। ১৪তোমরা যদি আমার নামে আমার কাছে কিছু চাও, তাহলে নিশ্চয়ই আমি তা করবো।

১৫যদি তোমরা আমাকে মহব্বত করো, তাহলে আমার হুকুমগুলো পালন করবে। ১৬আমি প্রতিপালকের কাছে চাবো এবং তিনি তোমাদের সাথে চিরদিন থাকার জন্য আরেকজন সাহায্যকারী পাঠাবেন। ১৭ইনি হচ্ছেন সত্যের রুহ। দুনিয়া তাঁকে গ্রহণ করতে পারে না, কারণ দুনিয়া তাঁকে দেখতে পায় না এবং জানেও না; কিন্তু তোমরা তাঁকে জানো, কারণ তিনি তোমাদের সাথে থাকবেন এবং তিনি তোমাদের মধ্যে থাকবেন।

১৮আমি তোমাদের অসহায় রেখে যাবো না, আমি তোমাদের কাছে আসবো। ১৯কিছুদিনের মধ্যে দুনিয়া আমাকে আর দেখতে পাবে না কিন্তু তোমরা আমাকে দেখবে, কারণ আমি জীবিত এবং তোমরাও জীবিত থাকবে। ২০সেদিন তোমরা জানবে যে, আমি প্রতিপালকের মধ্যে আছি আর তোমরা আমার মধ্যে আছো এবং আমি আছি তোমাদের মধ্যে।

২১আমার হুকুম যাদের কাছে আছে এবং যারা তা পালন করে, তারাই আমাকে মহব্বত করে। এবং যারা আমাকে মহব্বত করে, আমার প্রতিপালক তাদের মহব্বত করবেন; আমিও তাদের মহব্বত করবো এবং নিজেকে তাদের কাছে প্রকাশ করবো।"

২২ইহুদা, ইস্কারিয়োত নন– তাঁকে বললেন, "হুজুর, এটি কেমন কথা যে, আপনি নিজেকে আমাদের কাছে প্রকাশ করবেন অথচ দুনিয়ার কাছে নয়।" ২৩হযরত ইসা আ. উত্তর দিলেন, "যারা আমাকে মহব্বত করে, তারা আমার হুকুম পালন করবে এবং আমার প্রতিপালক তাদের মহব্বত করবেন আর আমরা এসে তাদের মধ্যে বসবাস করবো। ২৪যে আমাকে মহব্বত করে না, সে আমার কালাম পালন করে না। এবং তোমরা যে কালাম শুনছো তা আমার নয় কিন্তু তা আমার প্রতিপালকের, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।

২৫আমি তোমাদের সাথে থাকতে থাকতেই তোমাদের এসব কথা বলছি। ২৬কিন্তু সাহায্যকারী, যিনি সত্যের রুহ, যাকে প্রতিপালক আমার নামে পাঠিয়ে দেবেন, তিনি তোমাদের সবকিছু শিক্ষা দেবেন। এবং আমি যা যা বলেছি, তার সব তোমাদের স্মরণ করিয়ে দেবেন। ২৭আমি তোমাদের জন্য শান্তি রেখে যাচ্ছি; আমার শান্তি আমি তোমাদের দিচ্ছি। দুনিয়া যেভাবে দেয় আমি সেভাবে তোমাদেরকে দেই না। তোমাদের অন্তর অস্থির হতে দিয়ো না এবং ভয় পেয়ো না।

২৮তোমরা আমাকে একথা বলতে শুনেছো, 'আমি চলে যাচ্ছি এবং আমি আবার তোমাদের কাছে আসছি।' যদি তোমরা আমাকে মহব্বত করো, তাহলে আনন্দ করবে, কারণ আমি আল্লাহর কাছে যাচ্ছি এবং তিনি আমার থেকে মহান। ২৯এসব ঘটার আগেই আমি তোমাদের বললাম, যেনো যখন এসব ঘটবে, তখন তোমরা ইমান আনতে পারো। ৩০আমি তোমাদের আর বেশি কথা বলবো না, কারণ এই দুনিয়ার শাসনকর্তা আসছে। আমার ওপর তার কোনো ক্ষমতা নেই। ৩১প্রতিপালক আমাকে যে-হুকুম দিয়েছেন, আমি তা-ই করছি, যেনো দুনিয়া জানতে পারে যে, আমি প্রতিপালককে মহব্বত করি। ওঠো, চলো, আমরা আমাদের পথে যাই।

রুকু ১৫

১আমি প্রকৃত আঙুরগাছ এবং আমার প্রতিপালক চাষী। ২আমার যেসব ডালে ফল ধরে না, সেগুলো তিনি কেটে ফেলেন আর যেসব ডালে ফল ধরে, তিনি সেগুলো ছেঁটে পরিষ্কার করেন, যেনো আরো বেশি ফল ধরে। ৩আমি যে-কালাম তোমাদের বলেছি, তার দ্বারা তোমরা এখন পরিষ্কৃত হয়েছো।

৪আমার সাথে যুক্ত থাকো, যেভাবে আমি তোমাদের সাথে যুক্ত আছি। যেভাবে ডাল মূল গাছের সাথে যুক্ত না থাকলে ফল ধরাতে পারে না, সেভাবে তোমরাও আমার সাথে যুক্ত না থাকলে ফল ধরাতে পারো না। ৫আমিই আঙুরলতা, তোমরা তার ডালপালা। যারা আমার সাথে যুক্ত থাকে এবং আমি তাদের মধ্যে থাকি, তারা অনেক ফল দেয়, কারণ আমার থেকে আলাদা হয়ে তোমরা কিছুই করতে পারো না।

৬যে আমার সাথে যুক্ত থাকে না, সে ফেলে দেয়া ডালের মতো এবং তা শুকিয়ে যায়। আর পরে সেগুলো একসাথে জমা করে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়।

৭তোমরা যদি আমার সাথে যুক্ত থাকো এবং আমার কালাম তোমাদের মধ্যে থাকে, তাহলে তোমাদের যা ইচ্ছা চেয়ো, তোমাদের জন্য তা করা হবে। ৮তোমরা অনেক ফল দিলে এবং আমার উম্মত হলে, আমার প্রতিপালক মহিমান্বিত হন। ৯প্রতিপালক যেমন আমাকে মহব্বত করেন, আমিও তেমনি তোমাদের মহব্বত করি; আমার মহব্বতের মধ্যে থাকো।

১০তোমরা যদি আমার হুকুম পালন করো, তাহলে আমার মহব্বতের মধ্যে থাকবে, যেভাবে আমি আমার প্রতিপালকের হুকুম পালন করে তাঁর মহব্বতের মধ্যে আছি। ১১আমি তোমাদের এসব কথা বলছি, যেনো আমার আনন্দ তোমাদের মধ্যে থাকে এবং তোমাদের আনন্দ পূর্ণ হয়।

১২আমার হুকুম এই, আমি যেভাবে তোমাদের মহব্বত করেছি, সেভাবে তোমরা একজন অন্যজনকে মহব্বত কোরো। ১৩বন্ধুর জন্য জীবন দেয়ার চেয়ে বড়ো মহব্বত আর হতে পারে না। ১৪যদি তোমরা আমার হুকুম পালন করো, তাহলে তোমরা আমার বন্ধু। ১৫আমি তোমাদের আর গোলাম বলি না, কারণ গোলাম জানে না তার মনিব কী করে। কিন্তু আমি তোমাদের বন্ধু বলছি, কারণ আমি আমার প্রতিপালকের কাছে যা যা শুনেছি, তার সবই তোমাদের জানিয়েছি।

১৬তোমরা আমাকে বেছে নাওনি কিন্তু আমি তোমাদের বেছে নিয়েছি। আমি তোমাদের নিয়োগ করেছি, যেনো যে ফল স্থায়ী হয়, তোমরা সেই ফল দাও। তাহলে তোমরা আমার নামে যা চাবে, প্রতিপালক তোমাদের তাই দেবেন।

১৭আমি তোমাদের এই হুকুম দিচ্ছি, যেনো তোমরা একে অন্যকে মহব্বত করো। ১৮যদি দুনিয়া তোমাদের ঘৃণা করে, তাহলে মনে রেখো, সে তোমাদের ঘৃণা করার আগে আমাকে ঘৃণা করেছে। ১৯তোমরা যদি দুনিয়ার হতে, তাহলে দুনিয়া তার নিজের মতো তোমাদের মহব্বত করতো। আমি তোমাদের বেছে নিয়েছি বলে তোমরা দুনিয়ার নও; এজন্য দুনিয়া তোমাদের ঘৃণা করে।

২০আমি তোমাদের যা বলেছি তা স্মরণ রেখো, 'গোলাম তার মনিবের চেয়ে বড়ো নয়।' যদি তারা আমাকে অত্যাচার করতে পারে, তাহলে তোমাদেরও অত্যাচার করবে।

যদি তারা আমার কথা মানতো, তাহলে তোমাদের কথাও মানতো। ২১আমার নামের কারণে তারা এই সবই করবে, কারণ যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তারা তাঁকে জানে না। ২২যদি আমি না আসতাম ও তাদের কাছে কথা না বলতাম, তাহলে তাদের কোনো গুনাহ হতো না কিন্তু এখন তাদের গুনাহর কোনো অজুহাত নেই।

২৩যে কেউ আমাকে ঘৃণা করে, সে আমার প্রতিপালককেও ঘৃণা করে। ২৪যদি আমি তাদের মধ্যে এমন কাজ না করতাম, যা অন্য কেউ করেনি, তাহলে তাদের গুনাহ থাকতো না। কিন্তু এখন তারা দেখেছে এবং আমাকে ও আমার প্রতিপালকে– উভয়কে ঘৃণা করেছে। ২৫'কোনো কারণ ছাড়াই তারা আমাকে ঘৃণা করেছে'– যবুরের একথা পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন ছিলো।

২৬যখন সাহায্যকারী আসবেন, যাকে আমি প্রতিপালকের কাছ থেকে পাঠিয়ে দেবো– সেই সত্যের রুহ, যিনি প্রতিপালকের কাছ থেকে আসবেন– তিনি তখন আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন। ২৭তোমরাও সাক্ষ্য দেবে, কারণ তোমরা প্রথম থেকেই আমার সাথে সাথে আছো।

রুকু ১৬

১আমি এসব কথা তোমাদের জানাচ্ছি, যেনো তোমরা বাধা না পাও। ২তারা তোমাদেরকে সিনাগোগ থেকে বের করে দেবে। প্রকৃতপক্ষে এমন এক সময় আসবে, যখন তোমাদের হত্যাকারীরা মনে করবে যে, এভাবে তারা আল্লাহর এবাদত করছে। ৩আর তারা এসব করবে, কারণ তারা প্রতিপালককে বা আমাকে জানে না। ৪কিন্তু আমি তোমাদের

এসব বলছি, যেনো তাদের সময় যখন আসবে, তখন তোমরা স্মরণ করতে পারো যে, আমি তাদের বিষয়ে তোমাদের বলেছি। এর আগে এসব তোমাদের বলিনি, কারণ আমি তোমাদের সাথে ছিলাম।

৫যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, এখন আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি, অথচ তোমরা কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করছো না, 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন?' ৬আমি এসব কথা বলায় দুঃখে তোমাদের মন ভরে গেছে।

৭তথাপি আমি তোমাদের সত্যিই বলছি– আমার যাওয়া তোমাদের জন্য ভালো, কারণ আমি না গেলে সেই সাহায্যকারী তোমাদের কাছে আসবেন না; আমি গিয়ে তাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবো।

৮তিনি যখন আসবেন, তখন তিনি গুনাহ, ধার্মিকতা এবং বিচারের বিষয়ে এই দুনিয়া যে দোষী তা প্রমাণ করবেন। ৯গুনাহর বিষয়ে, কারণ তারা আমার ওপর ইমান আনেনি। ১০ধার্মিকতার বিষয়ে, কারণ আমি প্রতিপালকের কাছে যাচ্ছি এবং তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না। ১১বিচার সম্পর্কে, কারণ এই দুনিয়ার কর্তার বিচার হয়ে গেছে।

১২আমার আরো অনেককিছু তোমাদের বলার আছে কিন্তু তোমরা তা এখন সহ্য করতে পারবে না। ১৩যখন সত্যের রুহ আসবেন, তখন তিনি তোমাদের সমস্ত সত্যে পরিচালনা করবেন; তিনি নিজ থেকে কিছুই বলবেন না কিন্তু তিনি যা শোনেন, তাই বলবেন এবং আগামীতে যা যা ঘটবে তাও তোমাদের জানাবেন।

১৪তিনি আমাকে মহিমান্বিত করবেন, কারণ আমার যা আছে তা-ই তিনি তোমাদের কাছে প্রকাশ করবেন। ১৫প্রতিপালকের যা আছে তার সবই আমার; এ-কারণেই আমি বলছি যে, আমার যা আছে তা তিনি তোমাদের কাছে প্রকাশ করবেন। ১৬আর অল্প কিছু সময়, তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না এবং আবার কিছুদিন পরে তোমরা আমাকে দেখতে পাবে।"

১৭তাঁর কয়েকজন হাওয়ারি একে অন্যকে বললেন, "তিনি একথা বলে কী বোঝাতে চাইলেন যে, 'আর অল্প কিছু সময়, তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না এবং আবার কিছুদিন পরে তোমরা আমাকে দেখতে পাবে' এবং 'কারণ আমি প্রতিপালকের কাছে যাচ্ছি?'" ১৮তারা বললেন, "'আর অল্প কিছু সময়' বলে তিনি কী বোঝাতে চাইলেন? তিনি কোন বিষয়ে কথা বলছেন তা আমরা বুঝি না।" ১৯হযরত ইসা আ. জানতেন যে, তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছেন। তাই তিনি তাদের বললেন, "তোমরা কি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছো যে, 'আর অল্প কিছু সময়, তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না এবং আবার কিছুদিন পরে তোমরা আমাকে দেখতে পাবে' বলে আমি কী বোঝাতে চাচ্ছি?"

২০সত্যিই আমি তোমাদের বলছি, তোমরা কাঁদবে ও বিলাপ করবে কিন্তু দুনিয়া আনন্দ করবে। তোমাদের কষ্ট হবে কিন্তু তোমাদের কষ্ট আনন্দে পরিণত হবে।

২১সন্তান জন্ম দেবার সময় মহিলারা প্রসববেদনায় কষ্ট পায়, কারণ তার প্রসবের সময় এসেছে। কিন্তু সন্তান জন্মের পর নতুন মানুষ দুনিয়াতে আনার আনন্দে তার আর প্রসববেদনার কথা মনে থাকে না। ২২সেই ভাবে এখন তোমাদের কষ্ট আছে কিন্তু আমি আবার তোমাদের দেখবো এবং তোমাদের অন্তর আনন্দে পূর্ণ হবে; তোমাদের আনন্দ কেউই তোমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না।

২৩সেদিন তোমরা আমার কাছে কিছুই চাবে না। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, যদি তোমরা আমার নামে প্রতিপালকের কাছে কিছু চাও, তাহলে তিনি তোমাদের তা দেবেন। ২৪এখনো পর্যন্ত তোমরা আমার নামে কিছুই চাওনি। চাও, তাহলে তোমরা পাবে, যেনো তোমাদের আনন্দ পূর্ণ হয়।

২৫আমি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তোমাদের এসব কথা বললাম। সময় আসছে, যখন আমি আর দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কথা বলবো না কিন্তু সহজভাবে প্রতিপালকের কথা বলবো। ২৬সেদিন তোমরা আমার নামে চাবে। আমি তোমাদের বলি না যে, আমি তোমাদের পক্ষে প্রতিপালকের কাছে চাবো। ২৭প্রতিপালক নিজেই তোমাদের মহব্বত করেন, কারণ তোমরা আমাকে মহব্বত করেছো এবং ইমান এনেছো যে, আমি আল্লাহর কাছ থেকে এসেছি। ২৮আমি প্রতিপালকের কাছ থেকে দুনিয়াতে এসেছি এবং আবার আমি দুনিয়া ছেড়ে প্রতিপালকের কাছে যাচ্ছি।"

২৯তাঁর হাওয়ারিরা বললেন, "হ্যাঁ, এখন আপনি সরাসরি কথা বলছেন, কোনো দৃষ্টান্ত ব্যবহার করছেন না! ৩০এখন আমরা জানি যে, আপনি সবই জানেন, আপনাকে আর কারো কোনো প্রশ্ন করার প্রয়োজন নেই; এভাবেই আমরা জানি যে, আপনি আল্লাহর কাছ থেকে এসেছেন।

৩১হযরত ইসা আ. উত্তর দিলেন, "এখন কি তোমরা ইমান এনেছো? ৩২সময় আসছে, এমনকি তা এসে গেছে, যখন তোমরা সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে, প্রত্যেকে নিজের বাড়িতে যাবে এবং তোমরা আমাকে একা ফেলে যাবে। তবুও আমি একা নই, কারণ আমার প্রতিপালক আমার সাথে আছেন।

৩৩আমি তোমাদের এসব বললাম, যেনো তোমরা আমার মধ্যে শান্তি পাও। এই দুনিয়ায় তোমরা অত্যাচারিত হবে কিন্তু সাহস রাখো, আমি দুনিয়াকে পরাজিত করেছি!"

রুকু ১৭

১এসব কথা বলার পর হযরত ইসা আ. আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, "হে আমার প্রতিপালক, সময় এসেছে, তোমার একান্ত প্রিয় মনোনীতজনকে মহিমান্বিত করো, যেনো তিনিও তোমাকে মহিমান্বিত করতে পারেন। ২কারণ সব মানুষের ওপরে তাঁকে ক্ষমতা দিয়েছো, যেনো তুমি যাদের তাঁকে দিয়েছো, তাদের সবাইকে তিনি তোমার সান্নিধ্য দিতে পারেন। ৩এবং তোমার সান্নিধ্য হচ্ছে, তোমাকে, একমাত্র সত্য আল্লাহকে এবং হযরত ইসা মসিহকে– যাঁকে তুমি পাঠিয়েছো– জানা।

৪আমাকে যে-কাজ তুমি করতে দিয়েছো তা পরিপূর্ণ করে এই দুনিয়াতে আমি তোমাকে মহিমান্বিত করেছি। ৫সুতরাং হে প্রতিপালক, আমাকে তোমার কাছে নিয়ে সেই মহিমায় মহিমান্বিত করো, যা দুনিয়া সৃষ্টির আগে তোমার সাথে আমার ছিলো। ৬এই দুনিয়ায় তুমি আমাকে যাদের দিয়েছো, তাদের কাছে আমি তোমার নাম প্রকাশ করেছি। তারা তোমার ছিলো এবং তুমি তাদের আমাকে দিয়েছিলে এবং তারা তোমার কালাম মেনে চলছে।

৭এখন তারা জানে যে, যা-কিছু তুমি আমাকে দিয়েছো, তার সবই তোমার কাছ থেকে পাওয়া। ৮কারণ যে-কালাম তুমি আমাকে দিয়েছো তা আমি তাদের দিয়েছি এবং তারা তা গ্রহণ করেছে। আর এই সত্য জেনেছে যে, আমি তোমার কাছ থেকে এসেছি এবং তারা এই ইমান এনেছে যে, তুমিই আমাকে পাঠিয়েছো। ৯আমি তাদের পক্ষে অনুরোধ করছি। আমি এই দুনিয়ার পক্ষে অনুরোধ করছি না কিন্তু তুমি যাদের আমাকে দিয়েছো, তাদের পক্ষে করছি, কারণ তারা তোমারই। ১০আমার সবই তোমার এবং তোমার সবই আমার এবং আমি তাদের মধ্যে মহিমান্বিত হয়েছি।

১১আমি এখন আর এই দুনিয়াতে নেই কিন্তু তারা এই দুনিয়াতে রয়েছে; আমি তোমার কাছে আসছি।

মহান প্রতিপালক, যে-নাম তুমি আমাকে দিয়েছো, সেই নামে তাদের নিরাপদে রেখো, যেনো তারা এক হয়, যেমন তুমি ও আমি এক। ১২আমি যখন তাদের সাথে ছিলাম, তখন আমি তাদেরকে তোমারই নামে রক্ষা করেছি– যে-নাম তুমি আমাকে দিয়েছো। আমি তাদের পাহারা দিয়েছি। কেবল সেই নির্ধারিত একজন ছাড়া কাউকেই হারাইনি, যেনো তোমার কালাম পূর্ণ হয়।

১৩কিন্তু এখন আমি তোমার কাছে আসছি এবং আমি দুনিয়াতে এসব বলছি, যেনো আমার আনন্দ তাদের মধ্যে পূর্ণ হয়। ১৪তোমার কালাম আমি তাদের দিয়েছি এবং দুনিয়া তাদের ঘৃণা করেছে, কারণ তারা দুনিয়ার নয়, ঠিক যেমন আমি দুনিয়ার নই। ১৫তাদেরকে দুনিয়ার বাইরে নিয়ে যেতে আমি তোমাকে অনুরোধ করছি না কিন্তু সেই শয়তানের হাত থেকে নিরাপদে রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

১৬তারা এই দুনিয়ার নয়, ঠিক যেমন আমি এই দুনিয়ার নই। ১৭সত্যে তাদের পাকসাফ করো। তোমার কালামই সত্য। ১৮তুমি যেভাবে আমাকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছো, আমিও সেভাবে তাদেরকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছি। ১৯এবং তাদের উদ্দেশে আমি নিজেকে পাকসাফ রেখেছি, যেনো তারা সত্যে পাকসাফ হয়। ২০শুধু এদের জন্যই নয় বরং এদের কথায় যারা আমার ওপর ইমান আনবে, তাদের জন্যও আমি অনুরোধ করছি, যেনো তারা এক হতে পারে।

২১হে আমার প্রতিপালক, যেভাবে তুমি আমার মধ্যে এবং আমি তোমার মধ্যে, তেমনি তারাও যেনো আমাদের মধ্যে থাকে, যেনো দুনিয়া ইমান আনতে পারে যে, তুমি আমাকে পাঠিয়েছো। ২২যে গৌরব তুমি আমাকে দিয়েছো, আমি তাদেরকে তা দিয়েছি, যেনো তুমি ও আমি যেমন এক, তেমনি তারাও এক হয়। ২৩আমি তাদের মধ্যে এবং তারা আমার মধ্যে, যেনো তারা সম্পূর্ণভাবে এক হয়; যেনো দুনিয়া জানতে পারে যে, তুমি আমাকে পাঠিয়েছো এবং তাদের মহব্বত করেছো, যেভাবে আমাকে মহব্বত করেছো।

২৪হে আমার প্রতিপালক, আমি আরো চাই যে, তুমি যাদের আমাকে দিয়েছো, যে গৌরব তুমি আমাকে দিয়েছো তা দেখার জন্য আমি যেখানে থাকি, তারা যেনো আমার সাথে সেখানে থাকতে পারে। তুমি আমাকে এই গৌরব দিয়েছো কারণ দুনিয়া সৃষ্টির আগে তুমি আমাকে মহব্বত করেছো।

২৫ন্যায়বান প্রতিপালক, দুনিয়া তোমাকে জানে না কিন্তু আমি তোমাকে জানি; এবং এরা জানে যে, তুমি আমাকে পাঠিয়েছো। ২৬আমি তোমার নাম তাদের জানিয়েছি এবং আমি তা তাদের জানাবো, যেনো যে-মহব্বতে তুমি আমাকে মহব্বত করেছো তা তাদের মধ্যে থাকে এবং আমি তাদের মধ্যে থাকি।”

রুকু ১৮

১এসব কথা বলার পর হযরত ইসা আ. তাঁর হাওয়ারিদের নিয়ে কিদরোন উপত্যকা পার হয়ে একটি জায়গায় গেলেন। সেখানে একটি বাগান ছিলো। তিনি তাঁর হাওয়ারিদের নিয়ে সেখানে ঢুকলেন।

২যে-ইহুদা তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি সেই জায়গা চিনতেন, কারণ হযরত ইসা আ. প্রায়ই তাঁর হাওয়ারিদের নিয়ে সেখানে মিলিত হতেন। ৩সেই ইহুদা প্রধান ইমামদের ও ফরিসিদের কাছ থেকে পুলিশ ও একদল সৈন্য নিয়ে এলেন। তারা সেখানে লণ্ঠন, মশাল ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এলো। ৪হযরত ইসা আ. জানতেন যে, তাঁর প্রতি এসব হবে। তিনি এগিয়ে এসে তাদের জিজ্ঞেস করলেন, “তোমরা কার খোঁজ করছো?” ৫তারা উত্তর দিলো, “নাসরতের হযরত

ইসা আ.র।" হযরত ইসা আ. বললেন, "আমিই সে।" যে-ইহুদা তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন, তিনিও তাদের সাথে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

৬হযরত ইসা আ. যখন তাদের বললেন, "আমিই তিনি," তখন তারা পিছিয়ে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেলো। ৭তিনি আবার তাদের জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কার খোঁজ করছো?" তারা বললো, "নাসরতের হযরত ইসা আ.র।" ৮হযরত ইসা আ. উত্তর দিলেন, "আমি তোমাদের বলেছি যে, আমিই সে। যদি তোমরা আমাকেই খোঁজো, তাহলে এই লোকদের যেতে দাও।" ৯এটি হয়েছিলো যেনো তাঁর বলা একথা পূর্ণ হয়– "তুমি যাদের আমাকে দিয়েছো, তাদের একজনকেও আমি হারাইনি।"

১০হযরত সাফওয়ান পিতরের কাছে একটি তরবারি ছিলো, তিনি তা দিয়ে মহাইমামের গোলামকে আঘাত করে তার ডান কান কেটে ফেললেন। সেই গোলামের নাম ছিলো মালখুস।

১১হযরত ইসা আ. পিতরকে বললেন, "তোমার তরবারি খাপে রাখো। আমার প্রতিপালকের দেয়া পেয়ালা কি আমি পান করবো না?"

১২অতঃপর সৈন্যরা, তাদের অফিসাররা এবং ইহুদি পুলিশরা হযরত ইসা আ.কে ধরে বাঁধলো। ১৩প্রথমে তারা তাঁকে হান্নানের কাছে নিয়ে গেলো– ইনি হলেন সেই বছরের মহাইমাম কাইয়াফার শ্বশুর। ১৪এই কাইয়াফাই ইহুদিদের এই পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, সব মানুষের হয়ে একজনের মৃত্যু ভালো।

১৫হযরত সাফওয়ান পিতর ও অন্য একজন হাওয়ারি হযরত ইসা আ.র পেছনে পেছনে গেলেন। ওই হাওয়ারি মহাইমামের পরিচিত ছিলেন বলে তিনি হযরত ইসা আ.র সাথে মহাইমামের বাড়ির উঠোন পর্যন্ত গেলেন। ১৬কিন্তু হযরত পিতর রা. বাইরে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাই মহাইমামের পরিচিত সেই হাওয়ারি বাইরে গিয়ে যে-মহিলা গেট পাহারা দিচ্ছিলো, তার সাথে কথা বলে হযরত পিতর রা.কে ভেতরে আনলেন। ১৭সেই মহিলা হযরত পিতর রা.কে বললো, "তুমিও কি এই লোকের হাওয়ারিদের মধ্যে একজন নও?" তিনি বললেন, "আমি নই।" গোলামরা ও পুলিশরা কয়লার আগুন জ্বালালো, ১৮কারণ তখন খুব শীত ছিলো। তারা আগুনের চারদিকে দাঁড়িয়ে নিজেদের শরীর গরম করছিলো; হযরত পিতর রা.ও তাদের সাথে দাঁড়িয়ে আগুন পোহাচ্ছিলেন।

১৯অতঃপর মহাইমাম হযরত ইসা রা.কে তাঁর শিক্ষা ও তাঁর হাওয়ারিদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। ২০হযরত ইসা রা. উত্তর দিলেন, "আমি খোলাখুলিভাবে দুনিয়ার সামনে কথা বলেছি। আমি সব সময় সিনাগোগে ও বায়তুল-মোকাদ্দসে, যেখানে ইহুদিরা সবাই জমায়েত হয়, শিক্ষা দিয়েছি। আমি গোপনে কিছুই বলিনি। আমাকে কেনো প্রশ্ন করছেন? ২১আমি যাদের সাথে কথা বলেছি, তাদের জিজ্ঞেস করুন, তারা জানে আমি কী বলেছি।"

২২তিনি যখন কথা বলছিলেন, তখন সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা এক পুলিশ হযরত ইসা আ.র মুখে আঘাত করলো এবং বললো, "এভাবে তুমি মহাইমামের সাথে কথা বলছো?" ২৩হযরত ইসা রা. উত্তর দিলেন, "যদি আমি ভুল বলে থাকি, তাহলে সাক্ষ্য দিয়ে ভুল দেখাও; কিন্তু আমি যদি সত্য বলি, তাহলে তুমি আমাকে মারছো কেনো?" ২৪তখন হান্নান তাঁকে বেঁধে মহাইমাম কাইয়াফার কাছে পাঠালেন।

২৫হযরত সাফওয়ান পিতর দাঁড়িয়ে আগুন পোহাচ্ছিলেন। তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, "তুমিও কি তার হাওয়ারিদের একজন নও?" তিনি অস্বীকার করে বললেন, "আমি নই।" ২৬মহাইমামের গোলামদের একজন– হযরত

পিতর রা. যার কান কেটে ফেলেছিলেন তার এক আত্মীয়– জিজ্ঞেস করলো, "আমি কি তোমাকে তাঁর সাথে বাগানে দেখিনি?" ২৭হযরত পিতর রা. আবারো অস্বীকার করলেন এবং তখনই মোরগ ডেকে উঠলো।

২৮অতঃপর তারা হযরত ইসা আ.কে কাইয়াফার কাছ থেকে পিলাতের প্রধান অফিসে নিয়ে গেলো। তখন সকাল হয়েছে। তারা নিজেরা অফিসে ঢুকলো না, যাতে তারা নাপাক হয়ে না যায় এবং ইদুল-ফেসাখের ভোজ খেতে পারে। ২৯তাই পিলাত বের হয়ে তাদের কাছে গেলেন এবং বললেন, "এই লোকটির বিরুদ্ধে তোমাদের অভিযোগ কী?" ৩০তারা উত্তর দিলো, "এই লোকটি দোষী না হলে আমরা তাকে আপনার হাতে তুলে দিতাম না।" ৩১পিলাত তাদের বললেন, "তোমরা তাকে নিয়ে যাও এবং তোমাদের শরিয়ত অনুসারে তার বিচার করো।" ইহুদিরা উত্তর দিলো, "কাউকে মৃত্যুর শাস্তি দেবার অধিকার আমাদের নেই।" ৩২হযরত ইসা আ. তাঁর নিজের মৃত্যু কীভাবে হবে, সে-বিষয়ে আগেই যে-ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, এতে সেটিই পূর্ণ হলো।

৩৩তখন পিলাত তার অফিসে গিয়ে হযরত ইসা আ.কে ডেকে নিলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি ইহুদিদের বাদশা?" ৩৪হযরত ইসা আ. উত্তর দিলেন, "আপনি কি আপনার নিজ থেকে আমাকে এ-প্রশ্ন করছেন, নাকি আমার বিষয়ে অন্যরা আপনাকে একথা বলেছে?" ৩৫পিলাত উত্তর দিলেন, "আমি কি ইহুদি? আমি ইহুদি নই। তোমার নিজের জাতি ও প্রধান ইমামেরা তোমাকে আমার হাতে তুলে দিয়েছে। তুমি কী করেছো?" ৩৬হযরত ইসা আ. উত্তর দিলেন, "আমার রাজত্ব এই দুনিয়ার নয়। যদি আমার রাজত্ব এই দুনিয়ার হতো, তাহলে আমার অনুসারীরা আমাকে ইহুদিদের হাতে তুলে না দেবার জন্য যুদ্ধ করতো; কিন্তু আমার রাজত্ব এই দুনিয়ার নয়।" ৩৭পিলাত তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "তাহলে তুমি একজন বাদশা!" হযরত ইসা আ. উত্তর দিলেন, "আপনিই বলছেন, আমি একজন বাদশা। সত্যের বিষয়ে সাক্ষ্য দেবার জন্য আমার জন্ম হয়েছে এবং আমি এই দুনিয়াতে এসেছি; যারা সত্যের, তারা প্রত্যেকে আমার কথা শোনে।"

৩৮পিলাত আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "সত্য কী?" একথা বলে তিনি আবার বাইরে ইহুদিদের কাছে গেলেন এবং তাদের বললেন, "এই লোকের কোনো দোষ আমি পাইনি। ৩৯কিন্তু তোমাদের একটি নিয়ম আছে যে, প্রত্যেক ইদুল-ফেসাখের সময় আমি তোমাদের জন্য একজন বন্দিকে মুক্তি দেই। তোমরা কি চাও যে, আমি তোমাদের জন্য ইহুদিদের বাদশাকে মুক্তি দেই?" ৪০তারা চিৎকার করে উত্তর দিলো, "ওকে নয় কিন্তু বারাব্বাকে!" বারাব্বা ছিলো একজন ডাকাত।

রুকু ১৯

১অতঃপর পিলাত হযরত ইসা আ.কে চাবুক মারালেন। ২আর সৈন্যরা কাঁটালতা দিয়ে মুকুট বানিয়ে তাঁর মাথায় পরালো এবং তাঁকে একটি বেগুনি রঙের জুব্বা পরালো। ৩তারা বারবার তাঁর কাছে এসে বলতে লাগলো, "খোশ আমদেদ, ইহুদিরাজ!" এবং তাঁর মুখে আঘাত করতে থাকলো।

৪পিলাত আবার বাইরে গিয়ে তাদের বললেন, "দেখো, আমি আবার তাকে বাইরে তোমাদের কাছে আনছি, যেনো তোমরা বুঝতে পারো যে, আমি তার কোনো দোষ পাইনি।" ৫মাথায় কাঁটার মুকুট ও বেগুনি রঙের জুব্বা পরানো হযরত ইসা আ. বাইরে এলেন। পিলাত তাদের বললেন, "এই সেই লোক!"

৬প্রধান ইমামেরা ও পুলিশরা তাঁকে দেখে চিৎকার করে বলে উঠলেন, "ওকে সলিবে দিন! ওকে সলিবে দিন!" পিলাত তাদের বললেন, "তোমরাই একে নিয়ে গিয়ে সলিবে দাও। আমি এর কোনো দোষ পাইনি।" ৭ইহুদিরা তাকে উত্তর দিলো, "আমাদের একটি শরিয়ত আছে, আর সে-শরিয়ত অনুসারে তাকে মরতে হবে, কারণ সে নিজেকে আল্লাহর একান্ত প্রিয় মনোনীতজন বলে দাবি করেছে।" ৮একথা শুনে পিলাত এতো ভয় পেলেন, যা তিনি আগে কখনো পাননি।

৯তিনি আবার তার অফিসে গেলেন এবং হযরত ইসা আ.কে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কোথা থেকে এসেছো?" কিন্তু হযরত ইসা আ. তাকে কোনো উত্তর দিলেন না।

১০অতঃপর পিলাত তাঁকে বললেন, "তুমি কি আমার সাথে কথা বলতে অস্বীকার করছো? তুমি কি জানো না যে, তোমাকে ছেড়ে দেবার কিংবা সলিবে দেবার ক্ষমতা আমার আছে?" ১১হযরত ইসা আ. তাকে উত্তর দিলেন, "ওপর থেকে আপনাকে ক্ষমতা দেয়া না হলে আমার ওপর আপনার কোনো ক্ষমতা থাকতো না। অতএব, যে আমাকে আপনার হাতে তুলে দিয়েছে, সে এক মহাপাপী।" ১২ওই সময় থেকে পিলাত তাঁকে ছেড়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন কিন্তু ইহুদিরা চিৎকার করে বলতে থাকলো, "যদি আপনি এই লোককে ছেড়ে দেন, তাহলে আপনি সিজারের বন্ধু নন। যে কেউ নিজেকে বাদশা বলে দাবি করে, সে সিজারের বিরুদ্ধে।"

১৩পিলাত একথা শুনে হযরত ইসা আ.কে বাইরে আনলেন এবং বিচারকের আসনে গিয়ে বসলেন। এটি ছিলো পাথরের তৈরি একটি উচু জায়গা, হিব্রু ভাষায় একে গাব্বাথা বলা হয়। ১৪সেই দিনটি ছিলো ইদুল-ফেসাখের প্রস্তুতির দিন। তখন বেলা দুপুর। তিনি ইহুদিদের বললেন, "এই তোমাদের বাদশা!" ১৫তারা চিৎকার করে বললো, "ওকে দূর করুন! ওকে দূর করুন! ওকে সলিবে দিন!" পিলাত তাদের জিজ্ঞেস করলেন, "আমি কি তোমাদের বাদশাকে সলিবে দেবো?" প্রধান ইমামেরা উত্তর দিলেন, "সিজার ছাড়া আমাদের কোনো বাদশা নেই।"

১৬এরপর তিনি তাঁকে সলিবে দেবার জন্য তাদের হাতে দিয়ে দিলেন। ১৭তারা হযরত ইসা আ.কে নিয়ে গেলো। তিনি নিজেই নিজের সলিব বয়ে নিয়ে মাথারখুলি নামক জায়গায় গেলেন। হিব্রু ভাষায় এই জায়গাকে গলগথা বলা হয়। ১৮সেখানে তারা তাঁকে অন্য দু'জনের সাথে সলিবে দিলো– দু'জন তাঁর দু'পাশে এবং তিনি দু'জনের মাঝখানে।

১৯পিলাত একটি নোটিশ লিখে সলিবের ওপরে টাঙিয়ে দিলেন। তিনি লিখলেন, "নাসরতের হযরত ইসা আ., ইহুদিদের বাদশা।" ২০ইহুদিদের অনেকে এই নোটিশ পড়লো, কারণ যে-জায়গায় হযরত ইসা আ.কে সলিবে দেয়া হয়েছিলো সেটি ছিলো শহরের পাশে এবং নোটিশটি লেখা ছিলো হিব্রু, ল্যাটিন ও গ্রিক ভাষায়।

২১ইহুদিদের প্রধান ইমামেরা পিলাতকে বললেন, "'ইহুদিদের বাদশা'– একথা লিখবেন না, বরং লিখুন, 'এই লোকটি বলতো, আমি ইহুদিদের বাদশা।'" ২২পিলাত উত্তরে বললেন, "আমি যা লিখেছি তা লিখেছি।"

২৩সৈন্যরা হযরত ইসা আ.কে সলিবে দেবার পর তাঁর কাপড় নিয়ে চার ভাগে ভাগ করলো– একেকজনের জন্য একেক ভাগ। তারা তাঁর জুব্বাও নিলো; এতে কোনো সেলাই ছিলো না, ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত বোনা ছিলো। ২৪তাই তারা একে অন্যকে বললো, "এটি আমরা ছিঁড়বো না কিন্তু এসো, ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখি এটি কে পায়।" এতে যবুরের একথা পূর্ণ হলো, "তারা নিজেদের মধ্যে আমার কাপড় ভাগ করে নিলো এবং আমার কাপড়ের জন্য নিজেদের মধ্যে ভাগ্য পরীক্ষা করলো।" এবং সৈন্যরা তা-ই করলো।

২৫এদিকে হযরত ইসা আ.র সলিবের কাছে তাঁর মা এবং তাঁর খালা, ক্লপাসের স্ত্রী মরিয়ম এবং মগ্দলিনি মরিয়ম দাঁড়িয়ে ছিলেন। ২৬যখন হযরত ইসা আ. তাঁর মাকে দেখলেন এবং যে-হাওয়ারিকে তিনি মহব্বত করতেন, তাঁকে তাঁর

মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন, তখন তিনি তাঁর মাকে বললেন, "মা, এই তোমার ছেলে।" ২৭তারপর তিনি সেই হাওয়ারিকে বললেন, "এই তোমার মা।" সেই সময় থেকে সেই হাওয়ারি তাকে তার নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

২৮অতঃপর হযরত ইসা আ. যখন জানলেন যে, সবই শেষ হয়েছে, তখন পূর্বের কিতাবের একথা পূর্ণ হওয়ার জন্য বললেন, "আমার পিপাসা পেয়েছে।" ২৯সেখানে তেতো আঙুররসে ভরা একটি কলস ছিলো। তারা একটি স্পঞ্জের টুকরো তাতে ডুবিয়ে গাছের ডালের মাথায় করে তাঁর মুখে দিলো। ৩০হযরত ইসা আ. তা গ্রহণ করার পর বললেন, "শেষ হয়েছে।" তারপর তিনি মাথা নত করে প্রাণ ত্যাগ করলেন।

৩১যেহেতু দিনটি ছিলো প্রস্তুতির দিন, সেহেতু ইহুদিরা চাইলো না যে, দেহগুলো সাব্বাতে সলিবের ওপরে থাকুক। বিশেষ করে সেই সাব্বাতটি ছিলো একটি মহান সাব্বাত। তাই তারা পিলাতকে বললো, যেনো সলিবে দেয়া লোকদের পা ভেঙে দেয়া হয় এবং দেহগুলো সলিব থেকে সরিয়ে ফেলা হয়।

৩২পরে সৈন্যরা এসে প্রথমজন ও অন্যজনের পা ভাঙলো; এদেরকে তাঁর সাথে সলিবে দেয়া হয়েছিলো। ৩৩হযরত ইসা আ.র কাছে এসে তারা দেখলো তিনি ইন্তেকাল করেছেন। তাই তারা তাঁর পা ভাঙলো না। ৩৪কিন্তু একজন সৈন্য বল্লম নিয়ে তাঁর পাঁজরে ঢুকিয়ে দিলো আর সাথে সাথে রক্ত ও পানি বেরিয়ে এলো।

৩৫যিনি নিজে দেখেছিলেন, তিনি এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন, যেনো তোমরাও বিশ্বাস করতে পারো। তাঁর সাক্ষ্য সত্য এবং তিনি জানেন যে, তিনি সত্য বলছেন।

৩৬এসব ঘটলো যেনো পূর্বের কিতাবের একথা পূর্ণ হয়, "তাঁর দেহের কোনো হাড় ভাঙা হবে না।" ৩৭এবং পূর্বের কিতাবের অন্য এক জায়গায় আছে, "যাঁকে তারা বিদ্ধ করেছে, তাঁরই দিকে তারা তাকিয়ে থাকবে।" ৩৮এরপর অরিমাথিয়ার হযরত ইউসুফ র.– যিনি ইহুদিদের ভয়ে গোপনে ইসার সাহাবি হয়েছিলেন– পিলাতের কাছে গিয়ে হযরত ইসা আ.র দেহমোবারক চাইলেন। পিলাত তাঁকে অনুমতি দিলেন, আর তিনি হযরত ইসা আ.র দেহমোবারক সলিব থেকে নামিয়ে আনলেন। ৩৯নিকদিম– যিনি আগে একবার রাতের বেলা হযরত ইসা আ.র কাছে এসেছিলেন– প্রায় পঞ্চাশ কেজি গন্ধরস ও অগুরু মিশিয়ে নিয়ে এলেন। ৪০তারা হযরত ইসা আ.র দেহ মোবারক নিয়ে ইহুদিদের দাফন করার নিয়ম অনুসারে সুগন্ধি মসলা মাখিয়ে এক টুকরো লিনেন কাপড় দিয়ে পেঁচালেন।

৪১তাঁকে যেখানে সলিবে দেয়া হয়েছিলো, সেখানে একটি বাগান ছিলো এবং সেই বাগানে একটি নতুন কবর ছিলো, যেখানে এর আগে কাউকে দাফন করা হয়নি। ৪২যেহেতু দিনটি ছিলো ইহুদিদের প্রস্তুতির দিন এবং কবরটাও কাছে ছিলো, তাই তারা হযরত ইসা আ.কে সেখানে দাফন করলেন।

রুকু ২০

১সপ্তাহের প্রথম দিন খুব ভোরে অন্ধকার থাকতে মগ্দলিনি মরিয়ম কবরের কাছে এলেন এবং দেখলেন যে, কবরের মুখ থেকে পাথরটি সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

২তাই তিনি দৌঁড়ে সাফওয়ান পিতর ও অন্য যে-হাওয়ারিকে হযরত ইসা আ. মহব্বত করতেন, তার কাছে গিয়ে বললেন, "তারা হুজুরকে কবর থেকে নিয়ে গেছে এবং আমরা জানি না তারা তাঁকে কোথায় রেখেছে।"

[৩]তখন হযরত পিতর রা. ও অন্য হাওয়ারি বের হয়ে কবরের দিকে গেলেন। [৪]দু'জনই একসাথে দৌড়ে গেলেন কিন্তু সেই অন্য হাওয়ারি হযরত পিতর রা.কে পেছনে ফেলে প্রথমে কবরের কাছে পৌঁছলেন। [৫]তিনি নিচু হয়ে ভেতরে তাকালেন এবং দেখলেন যে, লিনেন কাপড়ের টুকরোটি পড়ে আছে কিন্তু তিনি ভেতরে গেলেন না।

[৬]হযরত সাফওয়ান পিতর তার পরে কবরের কাছে পৌঁছলেন এবং কবরের ভেতরে ঢুকলেন। [৭]তিনি দেখলেন, লিনেন কাপড়ের টুকরোটি সেখানে পড়ে আছে এবং যে-কাপড় দিয়ে হযরত ইসা আ.র মাথা মোড়ানো হয়েছিলো, সে টুকরোটিও ভাঁজ করে আলাদাভাবে রাখা হয়েছে। [৮]তখন অন্য হাওয়ারি, যিনি প্রথমে কবরের কাছে পৌঁছেছিলেন, তিনিও ভেতরে গেলেন এবং দেখে বিশ্বাস করলেন। [৯]যদিও তারা তখনো পূর্বের কিতাবের একথা বোঝেননি যে, তাঁকে মৃত থেকে জীবিত হয়ে উঠতে হবে। [১০]এরপর হাওয়ারিরা তাদের বাড়ি ফিরে গেলেন।

[১১]কিন্তু মরিয়ম কবরের বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকলেন। কাঁদতে কাঁদতে নিচু হয়ে যখন তিনি কবরের ভেতরে তাকালেন, [১২]তখন দেখতে পেলেন, সাদা কাপড় পরা দু'জন ফেরেস্তা ইসার দেহমোবারক যেখানে ছিলো, সেখানে বসে আছেন– একজন তাঁর মাথার দিকে এবং অন্যজন তাঁর পায়ের দিকে। [১৩]তারা তাকে বললেন, "হে নারী, তুমি কাঁদছো কেনো?" তিনি তাদের বললেন, "তারা আমার হুজুরকে নিয়ে গেছে এবং আমি জানি না তারা তাঁকে কোথায় রেখেছে।"

[১৪]একথা বলে তিনি যখন ঘুরলেন, তখন দেখলেন, হযরত ইসা আ. সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন কিন্তু তিনি হযরত ইসা আ.কে চিনতে পারলেন না। [১৫]হযরত ইসা আ. তাঁকে বললেন, "হে নারী, তুমি কাঁদছো কেনো? তুমি কার খোঁজ করছো?" তিনি তাঁকে বাগানের মালি মনে করে বললেন, "জনাব, আপনি যদি তাঁকে নিয়ে গিয়ে থাকেন, তাহলে আমাকে বলুন, আমি তাঁকে নিয়ে যাবো।"

[১৬]হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, 'মরিয়ম!' তখন তিনি ঘুরে হিব্রু ভাষায় তাকে বললেন, 'রাব্বুনি!' যার অর্থ ওস্তাদ। [১৭]হযরত ইসা আ. তাঁকে বললেন, "আমাকে ধরে রেখো না, কারণ আমি এখনো প্রতিপালকের কাছে যাইনি। তুমি আমার ভাইদের কাছে গিয়ে বলো, 'আমি আমার ও তোমার প্রতিপালক আল্লাহর কাছে যাচ্ছি।'" [১৮]মগ্দলিনি মরিয়ম গিয়ে হাওয়ারিদের জানালেন যে, "আমি হুজুরকে দেখেছি।" এবং তিনি তাকে যা যা বলেছিলেন তাও তাদের জানালেন।

[১৯]সেদিন অর্থাৎ সপ্তাহের প্রথম দিন সন্ধ্যায় হাওয়ারিরা একটি ঘরে জমায়েত হলেন। ইহুদিদের ভয়ে সেই ঘরের দরজা বন্ধ ছিলো। হযরত ইসা আ. ঘরের ভেতরে এসে তাদের মধ্যে দাঁড়ালেন এবং বললেন, "আস্সালামু আলাইকুম।" [২০]এরপর তিনি তাঁর দু'হাত ও পাঁজর তাদের দেখালেন। অতঃপর হাওয়ারিরা তাঁকে দেখে আনন্দিত হলেন।

[২১]হযরত ইসা আ. আবার তাদের বললেন, "শান্তি ও রহমত তোমাদের ওপর বর্তুক। আমার প্রতিপালক যেভাবে আমাকে পাঠিয়েছেন, সেভাবে আমিও তোমাদের পাঠাচ্ছি।" [২২]একথা বলে তিনি তাদের ওপর ফুঁ দিলেন এবং বললেন, "সত্যের রুহকে গ্রহণ করো। [২৩]যদি তোমরা কারো গুনাহ মাফ করে দাও, তাহলে তার গুনাহ মাফ করা হবে; আর যদি কারো গুনাহ ধরে রাখো, তাহলে তার গুনাহ ধরে রাখা হবে।"

[২৪]কিন্তু হযরত ইসা আ. যখন এসেছিলেন, তখন থোমা, যাকে জমজ বলা হয়, সেই বারোজনের একজন, সেখানে ছিলেন না। [২৫]তাই অন্য হাওয়ারিরা যখন তাঁকে বললেন, "আমরা হুজুরকে দেখেছি," তখন তিনি তাদের বললেন, "যতোক্ষণ না আমি তাঁর হাতে পেরেকের দাগ দেখছি ও আমার আঙুল পেরেকের গর্তে রাখছি এবং তাঁর পাঁজরে হাত দিচ্ছি, ততোক্ষণ পর্যন্ত আমি বিশ্বাস করবো না।"

২৬এক সপ্তাহ পরে আবার হাওয়ারিরা একটি ঘরে জমায়েত হলেন এবং থোমাও তাদের সাথে ছিলেন। যদিও ঘরের দরজা বন্ধ ছিলো, তবুও হযরত ইসা আ. ভেতরে এসে তাদের মধ্যে দাঁড়ালেন এবং বললেন, "আসসালামু আলাইকুম।" ২৭অতঃপর থোমাকে বললেন, "তোমার আঙুল এখানে দাও এবং আমার হাত দুটো দেখো।

হাত বাড়িয়ে আমার পাঁজরে তোমার হাত দাও। সন্দেহ করো না কিন্তু বিশ্বাস করো।" ২৮থোমা তাঁকে বললেন, "মনিব আমার, মালিক আমার!" ২৯হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "তুমি আমাকে দেখেছো বলে কি ইমান আনছো? ভাগ্যবান তারা, যারা আমাকে না দেখেই ইমান আনে।"

৩০হযরত ইসা আ. তাঁর হাওয়ারিদের সামনে চিহ্ন হিসেবে অনেক মোজেজা দেখিয়েছিলেন, যা এই কিতাবে লেখা হয়নি। ৩১কিন্তু এসব এখানে লেখা হলো, যেনো তোমরা ইমান আনতে পারো যে, হযরত ইসা আ.ই একান্ত প্রিয় মনোনীতজন, আল্লাহর মসিহ এবং তাঁর ওপর ইমান এনে তাঁর নামে নাজাত পেতে পারো।

রুকু ২১

১এসবের পরে তিবিরিয়া লেকের পাড়ে হযরত ইসা আ. আবার তাঁর হাওয়ারিদের দেখা দিলেন। তিনি নিজেকে তাদের কাছে এভাবে দেখালেন: ২হযরত সাফওয়ান পিতর রা., হযরত থোমা রা., যাকে জমজ বলা হয়, গালিলের কান্না গ্রামের নথনেল, জাবিদির ছেলেরা এবং তাঁর অন্য দু'জন হাওয়ারি এক জায়গায় জমায়েত হয়েছিলেন।

৩হযরত সাফওয়ান পিতর রা. তাদের বললেন, "আমি মাছ ধরতে যাচ্ছি।" তারা তাকে বললেন, "আমরাও তোমার সাথে যাবো।" তারা নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে গেলেন কিন্তু সেই রাতে তারা কিছুই ধরতে পারলেন না।

৪সকাল হওয়ার সাথে সাথে হযরত ইসা আ. এসে লেকের পাড়ে দাঁড়ালেন কিন্তু হাওয়ারিরা জানতেন না যে, তিনি হযরত ইসা আ.। ৫হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "সন্তানেরা, তোমাদের কাছে কি কোনো মাছ আছে?" তারা তাঁকে উত্তর দিলেন, "না।" ৬তিনি তাদের বললেন, "নৌকার ডান পাশে তোমাদের জাল ফেলো, তাহলে তোমরা কিছু পাবে।" তারা জাল ফেললেন এবং এতো মাছ জালে পড়লো যে, তারা জাল টেনে তুলতে পারলেন না।

৭যে-হাওয়ারিকে হযরত ইসা আ. মহব্বত করতেন, তিনি হযরত পিতর রা.কে বললেন, "উনি হুজুর!" হযরত সাফওয়ান পিতর রা. যখন শুনলেন, "উনি হুজুর," তখন কাপড় পরলেন, কারণ তিনি উলঙ্গ ছিলেন এবং ঝাঁপ দিয়ে সাগরে পড়লেন।

৮কিন্তু অন্য হাওয়ারিরা নৌকায় করে এলেন, মাছ ভর্তি জাল টেনে নিয়ে এলেন, কারণ তারা কিনার থেকে বেশি দূরে ছিলেন না, আনুমানিক দু'শ হাত দূরে ছিলেন।

৯কিনারে পৌঁছে তারা দেখলেন যে, সেখানে কয়লার আগুন জ্বলছে এবং তার ওপরে মাছ ও রুটি রয়েছে। ১০হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "তোমরা যে-মাছ ধরেছো, তার কয়েকটি নিয়ে এসো।" ১১হযরত সাফওয়ান পিতর রা. নৌকায় গিয়ে জাল টেনে কিনারে নিয়ে এলেন। জালে একশ তিপ্পান্নটি বড়ো মাছ ছিলো। যদিও এতো মাছ ছিলো, তবুও জাল ছিঁড়লো না। ১২হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "এসো, নাস্তা করো।" কোনো হাওয়ারিই তাঁকে একথা জিজ্ঞেস করতে সাহস পেলেন না যে, "আপনি কে?" কারণ তারা জানতেন উনি হুজুর। ১৩হযরত ইসা আ. এসে রুটি নিয়ে

তাদের দিলেন এবং একইভাবে মাছও দিলেন। ১৪হযরত ইসা আ. মৃত থেকে জীবিত হওয়ার পর এই তৃতীয়বার হাওয়ারিদের দেখা দিলেন।

১৫তাদের নাস্তা খাওয়া শেষ হলে হযরত ইসা আ. সাফওয়ান পিতরকে বললেন, "সাফওয়ান ইবনে ইউহান্না, তুমি কি এসবের থেকে আমাকে বেশি মহব্বত করো?" তিনি বললেন, "জি, হুজুর, আপনি জানেন যে, আমি আপনাকে মহব্বত করি।" হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "আমার শিশু-মেষগুলো চরাও।"

১৬দ্বিতীয়বার তিনি তাকে বললেন, "সাফওয়ান ইবনে ইউহোন্না, তুমি কি আমাকে মহব্বত করো?" তিনি তাঁকে বললেন, "জি হুজুর, আপনি জানেন যে, আমি আপনাকে মহব্বত করি।" হযরত ইসা আ. তাঁকে বললেন, "আমার মেষদের দেখাশোনা করো।"

১৭তৃতীয়বার তিনি তাকে বললেন, "সাফওয়ান ইবনে ইউহোন্না, তুমি কি আমাকে মহব্বত করো?" তৃতীয়বার তাঁকে একথা বলার কারণে হযরত পিতর রা. কষ্ট পেলেন এবং বললেন, "হুজুর, আপনি সবই জানেন; আপনি জানেন যে, আমি আপনাকে মহব্বত করি।" ১৮হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "আমার মেষদের চরাও। আমি তোমাকে সত্যিই বলছি, তুমি যখন যুবক ছিলে, তখন নিজের বেল্ট নিজে বেঁধেছো এবং যেখানে ইচ্ছা সেখানে গিয়েছো;

কিন্তু তুমি যখন বৃদ্ধ হবে, তখন তুমি দু'হাত বাড়িয়ে দেবে এবং অন্য কেউ তোমার বেল্ট বেঁধে দেবে, আর তুমি যেখানে যেতে চাবে না, সেখানে নিয়ে যাবে।" ১৯হযরত পিতর রা. কীভাবে ইন্তেকাল করে আল্লাহর মহিমা প্রকাশ করবেন তা বোঝাতে গিয়ে তিনি একথা বললেন। এরপর তিনি তাকে বললেন, "আমার পেছনে এসো।"

২০হযরত পিতর রা. পেছন ফিরে দেখলেন যে, হযরত ইসা রা. যে-হাওয়ারিকে মহব্বত করতেন, তিনিও তাদের পেছনে পেছনে আসছেন। ইনি সেই হাওয়ারি, যিনি খাবার সময় ইসার পাশে বসেছিলেন এবং হযরত ইসা আ.র কোলের ওপর ঝুঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "হুজুর, সে কে, যে আপনাকে ধরিয়ে দেবে?" ২১পিতর তাঁকে দেখে ইসাকে বললেন, "হুজুর, এর কী হবে?" ২২ ইসা তাকে বললেন, "যদি আমার ইচ্ছা হয় যে, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত সে থাকুক তাতে তোমার কী? তুমি আমার পেছনে এসো!"

২৩তখন সমাজে এই গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে, এই হাওয়ারি ইন্তেকাল করবেন না। যদিও হযরত ইসা আ. তাকে বলেননি যে, তিনি ইন্তেকাল করবেন না, বরং বলেছিলেন, "যদি আমার ইচ্ছে হয় যে, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত সে থাকুক তাতে তোমার কী?"

২৪এই হাওয়ারিই এসব বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছেন ও লিখছেন এবং আমরা জানি যে, তার সাক্ষ্য সত্য। ২৫এসব ছাড়াও আরো অনেককিছু হযরত ইসা আ. করেছেন; যদি সেগুলোর প্রত্যেকটি লেখা হতো, তাহলে আমি মনে করি, এতো কিতাব হতো যে, দুনিয়ায় জায়গা হতো না।